NARSINGHA

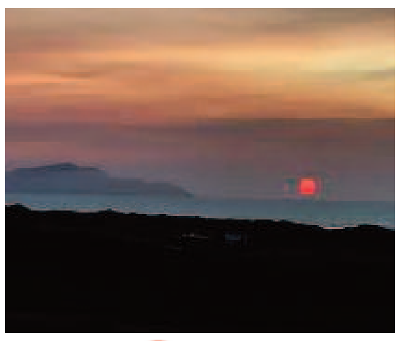

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বিদায় ২০২৩, স্বাগত ২০২৪

দোকানে ট্রাক, মৃত ৫ তীর্থযাত্রী ৭

কলকাতা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৪ পৌষ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৯৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 31.12.2023, Vol.17, Issue No. 199, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

দেশে একদিনেই করোনার বলি ৭ জন

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর: প্রায় বছর দেড়েক বাদে দেশে নতুন করে উদ্বেগ বাড়ানো শুরু করেছে করোনা। এর নেপথ্যে অনেকেই করোনার নয়া উপরূপ জেএন.১-কে দায়ী করছে। কারণ যাই হোক, নতুন করে করোনা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনার বলি হয়েছেন ৭ জন। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে দেওয়া বুলেটিনে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৭৪৩। এই সংখ্যাটা আগের দিনের থেকে সামান্য কম। আগের দিন প্রায় ৮০০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিন্তা বাড়াচ্ছে নতুন সাব-ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১। ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে ১৬০ জনের বেশি রোগীর দেহে মিলেছে এই ভ্যারিয়েন্ট। শুধু ডিসেম্বর মাসেই এই সংখ্যাটা ১৪৩। একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা সামান্য কমলেও বেড়েছে মৃতের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। সরকার এবারে সতর্ক। ইতিমধ্যেই প্রত্যেক রাজ্যের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রবীণ নাগরিকদের। তবে এখনই উদ্বেগের কারণ নেই বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। হু ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, এই নয়া সাব ভ্যারিয়েন্ট আগের মতো ভয়ঙ্কর নয়।

উডবার্নে বিনামূল্যে পরিষেবা সরকারি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার মাল্টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এসএসকেএমের হাইপ্রোফাইল উডবার্ন ওয়ার্ডে বিনা খরচে চিকিৎসা করাতে পারবেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। তবে সে ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। জানা যাচ্ছে, আগামী জানুয়ারি থেকে এই পরিষেবা চালু হতে পারে। এর ফলে প্রায় ৪ লক্ষ সরকারি কর্মচারী উপকৃত হবেন বলে খবর। রাজ্যের একমাত্র মাল্টি সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে সরকারি কর্মীদের চিকিৎসা করার ইচ্ছে থাকলেও অর্থের কারণে তা অনেকেই করতে পারেন না। এবার সরকারি কর্মচারীরা সেই সুযোগ পাবেন। এ বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এসএসকেএমের মেডিক্যাল সুপার ডাক্তার পীযূষ রায় অর্থ দফতরের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন। তারপরেই কবে থেকে এই পরিষেবা শুরু হবে সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহ থেকে এই পরিষেবা চালু করা হবে। পাশাপাশি উডবার্ন ছাড়াও যে ভবন নির্মাণ হচ্ছে সেখানে ১৫০ টি কেবিন চালু করা হবে। সেই কেবিনে ভর্তির সুযোগ পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। কার্ডিওলজি, কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি, মেডিসিন, নিউ মেডিসিন-সহ বিভিন্ন চিকিৎসার সুযোগ পাবেন সরকারি কর্মচারীরা।

অযোধ্যা থেকে নতুন শক্তি পাচ্ছে উন্নত ভারত: প্রধানমন্ত্রী

অযোধ্যা, ৩০ ডিসেম্বর: বিকাশ ও ঐতিহ্য- এই দুই শক্তিই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, রাম জন্মভূমি অযোধ্যায় দাঁড়িয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার অযোধ্যায় নবনির্মিত বিমানবন্দর ও নবরূপে সজ্জিত রেল স্টেশনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পেরও শিলান্যাস করলেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারতের ঐতিহ্য সঠিক দিশা দেখায়। এই ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গে আধুনিকতাকে মিশিয়েই দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে। তিনি বলেন, 'ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য অযোধ্যা থেকে নতুন শক্তি পাচ্ছে।'

আগামী দিনে অযোধ্যা শহর গোটা উত্তর প্রদেশের উন্নয়নে পথ দেখাবে বলে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী মোদি। বলেন, 'মন্দির তৈরি হওয়ার পর এখানে প্রচুর পুণ্যার্থী আসবেন। সেই কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে উন্নয়নের কাজ চালাচ্ছে। অযোধ্যাকে স্মার্ট করা হচ্ছে। রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে, ফুটপাথ করা হচ্ছে, উড়ালপুল বানানো হচ্ছে। পরিবহণ ব্যবস্থায় প্রচুর উন্নয়ন করা হচ্ছে।'

অযোধ্যাকে স্মার্ট রূপ দেওয়া হচ্ছে বলেও জানালেও পুরনো ঐতিহ্যকেও একইসঙ্গে নিয়ে এগনোর কথা বললেন নমো। বলেন, 'অযোধ্যা শহরের পুরনো ঐতিহ্যকে আধুনিকতার সঙ্গে মিলিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

উজ্জ্বলা যোজনার কথাও এদিন উঠে আসে মোদির কথায়। তাঁর কথায়, দেশে ৬০-৭০ বছর আগে গ্যাসের কানেকশন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু ২০১৪ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৪ কোটি গ্যাসের কানেকশনই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মোদি জমানার এক দশকের মধ্যেই ১৮ কোটির নতুন এলপিজি গ্যাসের কানেকশন পৌঁছে দিয়েছে।

রাম জন্মভূমিতে নেতাজির নাম

অযোধ্যা, ৩০ ডিসেম্বর: লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রীর মুখে নেতাজির নাম! তাও আবার রামের শহর অযোধ্যায় দাঁড়িয়ে সুভাষ বোসকে স্মরণ করলেন নরেন্দ্র মোদি। ৩০ ডিসেম্বর ভারতের ইতিহাসে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা মনে করিয়ে দিলেন তিনি। শনিবার অযোধ্যায় বিমানবন্দর ও স্টেশন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিনই ১৫ কিলোমিটার রোড শো'র মধ্য দিয়েই বিজেপি কার্যত লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করে দিয়েছেন তিনি। বিমানবন্দরের কাছে জনসভা থেকে বক্তব্য রাখেন। সেই বক্তব্যের একেবারে শুরুর দিকেই নেতাজির কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার, ৩০ ডিসেম্বর অযোধ্যার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধন করেন স্টেশনেরও। কিন্তু ৩০ ডিসেম্বর দিনটিই কেন বেছে নিলেন মোদি? এই তারিখটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরলেন তিনি। তাঁর কথায়, '৩০ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৩ সালে এদিনই আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।'

২২ জানুয়ারি দেশজুড়ে অকাল দীপাবলি পালনের আহ্বান মোদির

অযোধ্যা, ৩০ ডিসেম্বর: রামমন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন দেশবাসীকে অযোধ্যায় না-যাওয়ার অনুরোধ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার পরিবর্তে ওই দিন দেশবাসীকে 'অকাল দীপাবলী' পালনের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। মোদি বলেন, 'ওই দিন প্রতিটি ভারতবাসী বাড়িতে রামজ্যোতি (প্রদীপ) জ্বালাবেন।' শনিবার অযোধ্যার নবনির্মিত রেলস্টেশন এবং বিমানবন্দরের উদ্বোধন করে জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী। সভায় ২২ জানুয়ারি দেশবাসীকে অযোধ্যায় না-যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে মোদি বলেন, 'ভক্ত হিসাবে ভগবান রামের অসুবিধা হয়, এমন কিছু কাজ করা আমাদের উচিত হবে না।' একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সংযোজন, 'আপনারা সকলেই ২৩ জানুয়ারি থেকে (অযোধ্যায়) আসতে পারবেন। রামমন্দির এখন থেকে সকলের জন্য চিরতরে খোলা থাকবে।' তা ছাড়াও আগামী ১৪ জানুয়ারি অযোধ্যা-সহ দেশের সমস্ত ধর্মস্থান এবং তীর্থক্ষেত্রে 'স্বচ্ছতা অভিযানে' সামিল হওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন তিনি।

২২ জানুয়ারি অযোধ্যার মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের দিকে গোটা বিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী জানান যে, তিনি অযোধ্যার উন্নয়ন নিয়ে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেগুলির সবগুলিই প্রায় রক্ষা করতে পেরেছেন। অযোধ্যাকে 'স্মার্ট সিটি' হিসাবে তুলে ধরার কথাও জানান তিনি।

মন্ত্রোচ্চারণে অযোধ্যায় স্বাগত প্রধানমন্ত্রীকে, ভিড়ে ঠাসা রোড শো

অযোধ্যা, ৩০ ডিসেম্বর: সময় মতোই অযোধ্যা পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তাঁকে স্বাগত জানান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেলও। মন্ত্রোচ্চারণ এবং পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। এরপর অযোধ্যার রাস্তায় শুরু রোড শো। তাঁর দিকে গোলাপের পাপড়ি ছুড়ে দেন রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন।

মোদির রোড শো ঘিরে অযোধ্যায় মানুষের উন্মাদনা ছিল রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। রাস্তার মাঝখান দিয়ে যত এগিয়েছে মোদির কনভয় মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। গাড়ি থেকেই হাত নাড়িয়ে উপস্থিত জনতাকে অভিবাদন জানান প্রধানমন্ত্রী। রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট মঞ্চ তৈরি করে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা মানুষজনদের কেউ কেউ মাথা নেড়ে নেড়ে বিশালাকার ডুগডুগি বাজান। কেউ কেউ আবার আদিবাসী নৃত্য করেন। রোড শো শেষে নবনির্মিত অযোধ্যাধাম স্টেশনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তাঁকে স্টেশনের সব অংশ ঘুরে ঘুরে দেখান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথও।

এরপরই প্রধানমন্ত্রীর সবুজ পতাকা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যা স্টেশন থেকে বিপরীতমুখী গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করল নীল-সাদা রঙের বন্দে ভারত এবং গেরুয়া-ছাই রঙা অমৃত ভারত। মোট ছ'টি বন্দে ভারত এবং দু'টি অমৃত ভারত ট্রেনেরও সূচনা করেন মোদি।

নারায়ণপুরের এক বহুতল আবাসনে আত্মঘাতী দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের একটি বহুতল আবাসন থেকে উদ্ধার হল স্বামী ও স্ত্রীর মৃতদেহ। বিধাননগর পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত দম্পতির নাম সাগর মুখোপাধ্যায় ও রূপা মুখোপাধ্যায়। এদিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেয়েকে ভর্তি বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে বিধাননগরের নারায়ণপুর থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ওই ব্যক্তি মানসিক অবসাদ থেকে প্রথমে ছুরি দিয়ে নিজের স্ত্রী ও মেয়েকে খুন করার চেষ্টা করেছেন। এরপর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সাগরবাবু পেশায় ঔষধ ব্যবসায়ী। শনিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ঘটনার কথা জানাজানি হয় এলাকায়। এরপর থেকেই ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। এলাকাবাসী সূত্রে খবর, সাগরবাবুর দোকানে একজন কর্মচারি শনিবার সকালে ফোন করেন তাঁকে। বারংবার ফোনে না পেয়ে পাশের বাড়ির একজনকে সাগরবাবুকে ডেকে দিতে বলেন। তখন সেই প্রতিবেশী দরজা ধাক্কা দিতেই তাঁর নজরে আসে গোটা বাড়ি ভরে গিয়েছে রক্তে। এরপরই খবর দেওয়া হয় নারায়ণপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। মেয়ে রূপসা আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখানেই ভর্তি। তবে সাগর এবং তাঁর স্ত্রী রূপাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

এদিকে সাগরবাবুর পড়শিদের থেকে যে খবর মিলেছে তাতে তাঁরা জানাচ্ছেন, ওষুধ ব্যবসায়ী সাগরবাবু ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দেনার দায়েই সম্ভবত

আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় এক বাসিন্দাও জানান, 'ওরা সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করতেন। ভালভাবেই, কথা বলতেন। হঠাৎ কী হল কে জানে।' পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা বলেছেন, 'একটা সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। কিছু ফোন উদ্ধার হয়েছে। যে দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন সেটি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। মেয়ের চিকিৎসা চলছে। উনি সুস্থ হলে বাকিটা জানা যাবে।'

মালদহ থেকে যাত্রা শুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামমন্দির নিয়ে হইচইয়ের মাঝে অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা। অযোধ্যা ধাম জংশনে দাঁড়িয়ে ট্রেনটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এছাড়া আরও ৬টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসেরও সূচনা করেন তিনি।

৪২ ঘণ্টায় মালদহ থেকে বেঙ্গালুরু পৌঁছবে অমৃত ভারত ট্রেনটি। অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার।

২২ কামরার এই ট্রেনে সাধারণ কামরা থাকছে ৮টি। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানা সুবিধা থাকছে এই অমৃত ভারত এক্সপ্রেসে। রাজ্যে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের কর্মপ্রার্থী ও চিকিৎসা করাতে অনেকে বেঙ্গালুরুতে যান, তাঁরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

শনিবার সকালে যাত্রা শুরু করে রবিবার রাতে এই ট্রেন পৌঁছবে বেঙ্গালুরু। ট্রেনটিতে রয়েছে পুশ-পুল প্রযুক্তি।

অন্যান্য সুবিধার পাশাপাশি এতে রয়েছে এলইডি লাইট, সিসিটিভি এবং পাবলিক ইনফরমেশন সিস্টেম। যাত্রা পথে ট্রেনটি নিউ ফারাক্কা, রামপুরহাট, বোলপুর, বর্ধমান, ডানকুনি, অন্ডাল, খড়গপুর, বেলদা, জলেশ্বর, বালাসোর, কটক হয়ে বেঙ্গালুরু যাবে।

ফিরতি পথে ট্রেনটি ১৩৪৩৩ বেঙ্গালুরু-মালদহ টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস বেঙ্গালুরু থেকে মঙ্গলবার দুপুর দেড়টায় ছেড়ে আসবে এবং বৃহস্পতিবার দিন বেলা ১১টায় মালদহ টাউন স্টেশনে পৌঁছবে। সাধারণ মেল এক্সপ্রেসের চেয়ে এই ট্রেনের ভাড়া ১৫ থেকে ১৭ শতাংশ বেশি হবে বলে জানা গিয়েছে।

উজ্জ্বলা গ্যাসে চা করে মোদিকে খাওয়ালেন অযোধ্যার গৃহবধূ

অযোধ্যা, ৩০ ডিসেম্বর: শনিবার অযোধ্যায় গিয়ে আগামী ২২ জানুয়ারির প্রস্তুতি সেরে ফেললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লোকসভা ভোটের আগে রামমন্দির উদ্বোধন আসলে রাজনীতি, বিরোধী মহলের এহেন কটাক্ষের জবাব দিলেন। এমনকী, সকালে উজ্জ্বলা গ্যাসের সুবিধা পাওয়া মীরার বাড়িতে চা খেয়েও সেই বার্তা দিলেন। উজ্জ্বলা গ্যাসের সুবিধা পাওয়া দশ কোটিতম উপভোক্তা অযোধ্যার মীরা মাঞ্জি। বহুস্তরীয় এসপিজি নিরাপত্তা বাহিনী সঙ্গে নিয়েই অযোধ্যার ছোট্ট গলিতে সেই মীরার বাড়িতে পৌঁছে গেলেন মোদি। সরু গলিতে হাঁটা ছাড়া উপায় ছিল না। হাসি মুখে সেই কাজ করতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীকে। তাঁর বাড়িতে মোদির আগমনে আপ্লুত হয়ে পড়েন মীরা। উজ্জ্বলা গ্যাসে চা করে খাওয়ান তিনি। চায়ে চুমুক দিয়ে মোদি বলেন, 'মিষ্টি সামান্য বেশি হয়েছে।' মোদি ফিরে যাওয়ার পর মীরা বলেন, 'আমি আপ্লুত। কল্পনাও করিনি কখনও যে ভগবান এভাবে আমার বাড়িতে আসবে। আনন্দে স্থির থাকতে পারছি না।'

সাগরমেলায় সতর্কতা, কোভিড পরীক্ষা করবে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে কোভিড সংক্রমণ। ইতিমধ্যেই নতুন করে দেশে আক্রান্ত হয়েছে সাতশোরও বেশি। কলকাতার গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে সতর্ক পুরসভা। সংক্রান্তির আগেই ভিনরাজ্য থেকে সাধুরা আসবেন শহর কলকাতায়। সোমবার পুরসভায় 'গঙ্গাসাগর বৈঠক' শেষে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, যাঁদের শরীরের সামান্যতম উপসর্গ দেখা যাবে তাদের জন্য কোভিড টেস্টের বন্দোবস্ত থাকবে প্রিন্সেপ ঘাট-বাবুঘাট চত্বরে।

ফি-বছর হাজার খানেক সাধু আসেন কলকাতার বাবুঘাট, প্রিন্সেপ ঘাট চত্বরে। এদিকে ধীরগতিতে চোখ রাঙাতে শুরু করেছে করোনার সংক্রমণ। এ বার কুম্ভমেলা না থাকায় গঙ্গার ঘাটে পুণ্যস্নানে ভিড় বাড়বে বলেই মনে করছে প্রশাসন।

কলকাতায় সাগরমেলায় তাই মাস্ক, স্যানিটাইজার ছাড়াও করোনা পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হবে। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কথায়, 'থার্মাল গানে দেখা হবে দেহের উত্তাপ। যাদের শরীরে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকবে, দেখা যাবে জ্বর-সর্দিকাশির মতো উপসর্গ তাদের মেডিক্যাল ক্যাম্পে এনে কোভিড টেস্ট করা হবে।' জনস্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অনির্বাণ দলুই জানিয়েছেন, করোনা এখন আর প্যানডেমিক নয়। এনডেমিক। ফি বছর অন্যান্য অসুখের মতোই করোনাও হবে। যে সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রচুর লোক সমাগম হয় সেখানে কোভিড বিধি মানতে হবে। মেয়র জানিয়েছেন, আতঙ্কের কিছু নেই। কোভিড চিকিৎসার জন্য রাজ্য সরকার কিছু হাসপাতালে বেড প্রস্তুত রেখেছে। যাদের চিকিৎসার প্রয়োজন সেখানে পাঠানো হবে তাদের। অক্সিজেনের প্রয়োজন হলে অক্সিজেনও দেওয়া হবে। গুরুতর কোভিড অসুস্থদের জন্য প্রস্তুত বেলেঘাটা আইডি। কোভিড মাথাচাড়া দিলেও এখনি আতঙ্কিত হতে বারণ করেছেন মেয়র। ফিরহাদের বক্তব্য, 'অযথা আতঙ্কিত হবেন না। যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের ক্ষেত্রেই একমাত্র ভয়ের কারণ রয়েছে।' তবে নতুন করে সংক্রমণের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। এদিন মেয়র জানিয়েছেন, ভিন রাজ্য থেকে আসা যাদের জ্বর, কাশি, সর্দি দেখা যাবে তাদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হবে। শহরে যৌথভাবে গঙ্গাসাগরের আয়োজন করে পুরসভা, পুলিশ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি এবং পূর্ত দপ্তর। সোমবারের বৈঠকে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও ছিলেন প্রতিটি দপ্তরের মেয়র পারিষদ এবং পুর কমিশনার বিনোদ কুমার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Sital Halder, পিতা- Narayan Chandra Haldar @ Halder, যা আমার আধার কার্ডে (9939 1639 4323) আছে। ভুলবশতঃ LICI পলিসি নং 426853556-এতে আমার নাম Ajay Haldar, S/o- Narayan Halder আছে। গত ২৯/১১/২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Sital Halder এবং Ajay Halder, আমার পিতা Narayan Chandra Haldar @ Halder এবং Narayan Halder এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হল।

CHANGE OF NAME

I, Sourav Maji S/O Tapan Maji resident of Vill- Khajuri, PS- Sabang declare on 27.12.23 before JM (1st class) Midnapore that Sourav Maji S/O Tapan Maji & Sourav Majee S/O Tapan Majee both are same, one & identical person i.e, me & my father.

নাম-পদবী

577560709 LICI পলিসিতে আমার নাম Asadul Islam পিতা Rahaman Lutfor আছে। গত ০৪/১২/২০২৩ বহরমপুর কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Ripon Mondal, পিতা Lutfar Rahaman নামে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Asma Khatoon W/O Nur Md R/O 15/B/22 J L N Sarani Konnagar PO- Konnagar PS- Uttarpara Hooghly 712235, hereby declare that, owing to mistake in my daughter's birth certificate (REG No 2008/4445 Dated 10/09/2008), her name is wrongly recorded as SUMAN NISA in place of SUHANI PARVEEN. Vide affidavit (12971) dated 27 Dec 2023, in the court of Ld Judicial Magistrate 1ST Class at Serampore court Hooghly, I declare that my daughter's name SUMAN NISA and SUHANI PARVEEN are same and one identical person

NOTICE

I MCLONGNARO GHOSHAL aged about 52 years, wife of Shamol Ghoshal by faith Christian, by occupation housewife residing at "Udita", Flat No. 040/105ii, 1050/1, Survey Park, P.S. - Survey Park, P.O. - Santoshpur, Kolkata - 700075, 24 Pgs. (S) has sworn an Affidavit before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore being No. 2468 dated 10.10.2023 for correction of my name which was advertently recorded as 'MILONGNARO' instead of "Mclongnaro Ghoshal" in my Passport being No. L2191442.
The said Mclongnaro Ghoshal and MILONGNARO is the same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৪ ই পৌষ। রবিবার,চতুর্থী তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। বিংশোত্তরী কেতুর মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ ।পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিল্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন ,শুভ ফল প্রদান ।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কর্পূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ।ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন ।স্কুল কলেজ , বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন ,মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত ।তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ ।ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি, বাস্তুজমি ,দোকান ,ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ ।দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ ।এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য ,না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে ।আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে ।বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ।ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি ।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ।যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ।ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ ।বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ ।যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পাণ্ডুয়ায় চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে কৃষকের টাকা ছিনতাই দুষ্কৃতীদের

বনস্পতি দে, হুগলি

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে প্রকাশ্য দিবালোকে চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে সেই টাকা নিয়ে দুষ্কৃতীরচম্পট দেয় বলে অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে পাণ্ডুয়া-কালনা মোড় সংলগ্ন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলেন সাহাবুদ্দিন আলি নামে ওই কৃষক। দেপাড়ার বাসিন্দা তিনি। বাড়িতেই ফিরছিলেন। পাণ্ডুয়ার জামগ্রামের একটি নির্জন এলাকায় কয়েকজন বাইকে চেপে এসে তাঁর পথ আটকায় বলে অভিযোগ। সাহাবুদ্দিনের দাবি, তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয় ওই যুবকরা। চোখ জ্বলতে শুরু করে তাঁর। রাস্তায় পড়ে যান ওই কৃষক। এরপরই তাঁর সঙ্গে থাকা টাকা নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। সাহাবুদ্দিন রাস্তায় পড়ে ছটফট করতে থাকেন। এরপর অন্য এক বাইক আরোহী মহম্মদ সাহিল তাঁকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।

মহম্মদ সাহিল জানান, তিনি বাইক নিয়ে পাণ্ডুয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দেখেন রাস্তায় একজন চোখ বুজে পড়ে আছেন এবং ছটফট করছেন। সাহিল জানতে চান কী হয়েছে। সাহাবুদ্দিনই জানান, লঙ্কার গুঁড়ো ছেটানো হয়েছে তাঁর চোখে। একটি কালো রঙের ব্যাগ পড়েছিল রাস্তার ধারে। সাহাবুদ্দিনের অভিযোগ, পাণ্ডুয়ার ব্যাঙ্ক থেকে ফিরছিলেন। ব্যাগে ৪২ হাজার টাকা ছিল। তা নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পেমেন্টের টাকা ছিল বলে জানান তিনি। হেলমেট পরে থাকায় চিনতে পারেননি কাউকে। পুলিশ জানিয়েছে, চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে একটা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। সিসিটিভি ফুটে খতিয়ে দেখে তদন্ত চলছে।

জমির মাপজোকে সন্দেহ, স্থানীয়দের হাতে আটক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে খেলার মাঠ। সেই মাঠে লোকজন নিয়ে এসে সাফাই কাজ ও মাপজোপ শুরু হতেই বাধা দিলেন এলাকার লোকজন। শংকর রায় নামে ওই ব্যক্তিকে ক্লাবঘরে আটকে রাখা হয়। পরে পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করেন।

শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে ভাটপাড়া পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর পণ্ডিত পুকুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল ডোবা-সহ প্রায় সাত বিঘে জমি, যা বুড়ির মাঠ নামেই পরিচিত। পরিত্যক্ত জমিটিকে সংস্কার করে খেলার উপযুক্ত মাঠ গড়ে তোলেন স্থানীয়রা। মাঠ লাগোয়া পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নিরঞ্জন সেন পল্লি নেতাজি সংঘ ক্লাবের তরফে মাঠটির দেখভাল করা হয়। শ্যামনগর অঞ্চলের কচিকাঁচারা ওই মাঠে খেলাধূলা করে।

নিরঞ্জন সেন পল্লি উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক নেতাজি ঘোষ জানান, বেলঘড়িয়ার বাসিন্দা শঙ্কর রায় দু'জন সাফাই কর্মীকে নিয়ে খেলার মাঠে আসন। মাপজোক করার সময় এলাকার লোকজন এসে তাঁকে পাকড়াও করে ক্লাবে এনে আটকে রাখেন। খবর পেয়ে জগদ্দল থানার পুলিশ এসে শঙ্কর রায় নামে ওই ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। নেতাজি ঘোষের দাবি, খেলার মাঠটিকে দখল করে কেউ প্রমোটিং করার ফন্দি এঁটেছে। তবে এর পিছনে স্থানীয় কারও মদতও থাকতে পারে।

তাঁর হুঁশিয়ারি, খেলার মাঠ বাঁচাতে তারা লড়াই চালিয়ে যাবেন। অন্য দিকে ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি তথা ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিমাংশু সরকার বলেন, 'পুরসভার ২৮ ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা খেলার মাঠটিকে বহু বছর ধরে আগলে রেখেছেন। যদিও খেলার মাঠটি ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে। এদিন এক ব্যক্তি এসে দাবি করেন ওই জমির মালিক রতন রায়। তিনি মালিকের কথা মতো জমিটা দেখভাল করতে এসেছিলেন। কিন্তু জমির সঠিক নথিপত্র দেখাতে না পারায় পুলিশ ওই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে গিয়েছে।' হিমাংশু সরকার জানান, প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। প্রশাসনের ওপর তাদের আস্থা আছে। জনতার হাতে আটক শঙ্কর রায় জানান, কলকাতার ভবানীপুরের বসিন্দা রতন রায় ওই জমির মালিক। রতন বাবু সম্পর্কে তার বেয়াই হন। তিনি অসুস্থ। তাই ওনার ছেলে অনন্ত রায় তাঁকে পাঠিয়েছেন জমিটা কী অবস্থায় রয়েছে, তা দেখতে। তবে এদিন তিনি মাঠের ধারের জঙ্গল সাফাই করতে এসেছিলেন। কিন্তু এলাকার লোকজন তাঁকে আটকে রাখে।

তার ছিঁড়ে বিপত্তি, হাওড়া স্টেশনে যাত্রী বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বছর শেষ হওয়ার আগের দিন ফের দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পরিষেবা বিঘ্নিত হল। এবার ওভাহেড এর তার ছিঁড়ে বিপত্তি হাওড়া স্টেশনে। হাওড়া স্টেশন থেকে ১৩, ১৪ এবং ১৫ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে দক্ষিণ পূর্ব রেলের কোনরকম লোকাল ট্রেন ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে। হাওড়া স্টেশনের কাছে রেল ইয়ার্ডের কাছে ওভারহেডের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে পূর্ব রেল সূত্রে। পুনরায় তার সংযোগ করার কাজ করার জন্য আপাতত বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। আর এর জেরে দক্ষিণ পূর্ব রেলের

আমতা লোকাল পাঁশকুড়া লোকাল এবং খড়গপুর লোকাল বাতিল করেছে দক্ষিণ পূর্ব রেল। যদিও অফিস টাইমে লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকায় ব্যাপক যাত্রী বিক্ষোভ শুরু হয় হাওড়া স্টেশনে। যাত্রীদের অভিযোগ প্রায়ই এই রুটে পরিষেবা ঠিকমতো পাওয়া যায় না। আর আজকে তার ছিঁড়ে বিপত্তিতে কখন পরিষেবা চালু হবে তার ঠিক নেই।

সাঁতরাগাছি যাওয়ার জন্য অপেক্ষারত যাত্রী অলোক কুমার হেমব্রেম জানান, ' প্রায় এই ট্রেন দেরিতে ছাড়ে, মাঝেমধ্যেই বাতিল হয়। ৭ টা ১০ মিনিটে ছাড়ার কথা এখনও ছাড়ে নি।' যদিও এই বিষয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক আদিত্য কুমার চৌধুরী বলেন,'এই ঘটনার জন্য পূর্ব রেলের সঙ্গে কথা বলতে।' পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্রর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ' খুব দ্রুত পরিষেবা চালু করা হবে'। যদিও কতক্ষন সময় লাগতে পারে সেই প্রশ্ন এড়িয়ে তিনি জানান দ্রুত পরিষেবা চালু করা হবে। অপরদিকে ট্রেন না পেয়ে সাঁতরাগাছি স্টেশনে বাইরে অসংখ্য মানুষের ঢল। যাত্রীদের অসুবিধা সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এতে যথেষ্টই যাত্রীরা। তারা তাদের ক্ষোভ উগরে দেন।

খাটাল সরাতে উদ্যোগ নেই, প্রতিবাদে পথ অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খাটাল উচ্ছেদের দাবিতে রাস্তা অবরোধ। শনিবার হাওড়ার আমতা রোডে মাকড়দহ এলাকাতে পথ অবরোধ করেন ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা। অভিযোগ প্রশাসনের মদতেই এই এলাকাতে খাটাল চলছে। বারবার বলা সত্ত্বেও প্রশাসন এই খাটাল সরিয়ে দিতে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ডোমজুড় থানার অন্তর্গত মাকরদহ হাওড়া আমতা রোডে তারই প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে ডোমজুড় থানার পুলিশ। তারা এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকা ভারত বন্‌ধের প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সারনা ধর্মের স্বীকৃতি সহ একাধিক দাবিতে শনিবার ১২ ঘণ্টা ভারত বন্‌ধের ডাক দিয়েছে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান। রাজ্যের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়ও এর প্রভাব পড়েছে। এদিন বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড থেকে বন্ধ রয়েছে বেসরকারি বাস চলাচল। শুধুমাত্র দূরপাল্লার বাস আসছে। তবে সরকারি বাস চলাচল করছে। সেক্ষেত্রে যাত্রী সংখ্যা অনেকটাই কম। বাস সেভাবে না চলায় সমস্যায় পড়েছেন নিত্য যাত্রীরা। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বালুরঘাট শহরজুড়ে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ। এদিন সকালে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে হিলি মোড় এলাকায় আসেন বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা। এদিন তীর, ধনুক নিয়ে গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে পৌঁছন আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের সদস্যরা। বালুরঘাট রেল স্টেশন থেকে গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে সকাল সাতটা নাগাদ তেভাগা এক্সপ্রেস এসে পৌঁছতেই রেল অবরোধ করেন তাঁরা। দীর্ঘক্ষণ রেল অবরোধের জেরে চরম বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। এ বিষয়ে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি পরিমল মার্ডি জানান, সারনা ধর্মের স্বীকৃতির দাবিতে এদিনের এই রেল অবরোধ করা হয়েছে। তাঁদের দাবিকে কেন্দ্র স্বীকৃতি না দিলে রেল অবরোধ উঠবে না বলে জানান তিনি।

বাইকে পুলিশের গাড়ির ধাক্কা, আরোহীর মৃত্যুতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বলাগড়ে গাড়ির ধাক্কায় বাইক আরোহীর মৃত্যুতে নতুন করে উত্তেজনা। অভিযোগ, যে গাড়িটি ধাক্কা মেরেছে সেটি পুলিশের। মৃত যুবকের নাম অনিমেষ দাস। বয়স ২৭। বলাগড় আরাজি ভবানীপুর গ্রামে বাড়ি অনিমেষের। শনিবার সকালে বাইকে চড়ে বলাগড় থেকে জিরাটের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি।

সূত্রের খবর, আচমকা এসটিকেকে রোডের হাজরাপাড়া মোড়ে একটি পুলিশের গাড়ি বাইকটিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। মুহূর্তেই বাইক থেকে ছিটকে পড়েন ওই যুবক। রক্তে ভেসে যায় রাস্তা। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই সব শেষ। রাস্তাতেই মৃত্যু হয় অনিমেষের। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। অনিমেষের বাড়ির এলাকা থেকেও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন অনেক মানুষ। আসেন যুবকের সহকর্মীরা। তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, 'বাইকটির ঠিক পিছনেই পুলিশের গাড়িটা খুবই দ্রুত গতিতে আসছিল। আচমকা খুব জোরালো একটা শধ শুনতে পাই। ছুটে গিয়ে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবক রাস্তায় পড়ে রয়েছেন।' বিক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পুলিশ ভ্যানে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সকলকেই শাস্তি দিতে হবে। না হলে উঠবে না অবরোধ। যদিও বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। তাঁদের হস্তক্ষেপেই শেষ পর্যন্ত ফাঁকা করে দেওয়া হয় রাস্তা। অনিমেষের দেহ উদ্ধার করে জিরাট আহমেদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

ট্রাক্টরের ধাক্কায় গুরুতর আহত ১ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমানের কালনা কাটোয়া এসটিকেকে রোডের কালনা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার রাত ন'টা নাগাদ বেপরোয়া গতিতে আসা এক ট্রাক্টরের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন এক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তির নাম দীপঙ্কর দাস। বাড়ি থেকে তিনি কালনা হাসপাতালে ডিউটি করতে আসছিলেন। আর সেই সময় শ্মশান যাত্রীদের নিয়ে ফেরা একটি ট্রাক্টর বেপরোয়া গতিতে এসে একটি চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, মোটর বাইকগুলিতে ধাক্কা মেরে ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মেরে দেয়। ওই ব্যক্তিকে চাকার তলায় পড়ে গুরুতর আহত হন। সেখানে থাকা বেশ কয়েকটি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেপরোয়া গতিতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ট্রাক্টর চালানোর জন্যই এই দুর্ঘটনা। একই সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শ্মশান যাত্রীরা রাতে বাড়ি ফেরার সময় স্থানীয় এলাকার একটি দোকানে খাবার খাওয়ার পর, পাশে থাকা মদের দোকান থেকে মদ কিনে প্রায় বেপরোয়া গতিতে যায় তার ফলস্বরূপ আজকের এই দুর্ঘটনা।

দিঘায় বর্ষবরণের প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: পর্যটকের ঢল নেমেছে সৈকত শহরে। সমুদ্র থেকে সমুদ্রের পাড়। যে দিকে তাকানো যাচ্ছে সেই দিকেই লোকে লোকারণ্য। শুধু দেখা যাচ্ছে একের পর এক মাথা। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে বর্ষবরণের আগে সেজে উঠেছে দিঘা। বাঙালির উপচে পড়া ভিড় দিঘায়।

প্রত্যেকটি স্নান ঘাট গুলিতে সমুদ্র স্নানে মেতেছেন পর্যটকরা। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে সাজো সাজো রব। বছরের শেষ দিন ও নতুন বছর বরণ করার জন্য আনন্দে মেতেছেন পর্যটকরা। জেলা ছাড়িয়ে শহর এমনকী দেশ বিদেশের বহু পর্যটক এসেছেন। এত পর্যটক আসার জন্য দিঘা থানার তরফ থেকে বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে। ওল্ড দিঘা, নিউ দিঘা সহ সমস্ত সমুদ্রের ঘাটে নুলিয়াদের মোতায়েন করা হয়েছে। দিঘার প্রত্যেকটি পার্ক সহ সাইন সিটি, অ্যাকুয়ারিয়াম গুলোতে ভিড় চোখে পড়ার মতো। চড়ুইভাতির জায়গাগুলিতে রান্নার আয়োজনের সঙ্গে দেদার সেলফি আনন্দ হুল্লোড় সহ মেতে উঠেছেন সকলে।

শেষবারের মতো 'কেবিসি'র সঞ্চালকের চেয়ারে অমিতাভ, বিদায়বেলায় আবেগপ্রবণ বিগ বি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষবারের মতো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র সঞ্চালকের চেয়ারে অমিতাভ বচ্চন। অন্তিম লগ্নে বিগ বির চোখ ছাপিয়ে জল! সম্প্রতি কেবিসির ১৫তম মরশুমের শেষ পর্ব সম্প্রচারিত হল। যেখানে হাজির ছিলেন বিদ্যা বালন, শিলা দেবী, শর্মিলা ঠাকুর এবং সারা আলি খানের মতো তারকারা। প্রত্যেকেই বিগ বির সঙ্গে মজার স্মৃতিচারণ করলেন সেই শোয়ে। কিন্তু বিদায় বেলায় সকলের গলাই যেন বুজে এল। বিশেষ করে অমিতাভ বচ্চনের। এই সেই শো, যেখানে সঞ্চালক অমিতাভ বচ্চনের সওয়াল-জবাবের মুখোমুখি হয়ে নাকানিচোবানি খেতে হয়েছে কত বলিউড তারকাকে। তবে আর কোনওদিন টিভির পর্দায় এই ভূমিকায় দেখা যাবে না অমিতাভ বচ্চনকে।

শেষ দিন হেসে খেলে শুটিং করলেও। শোয়ের একদম শেষে অমিতাভকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যখন 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র মঞ্চের নেপথ্যে ভেসে উঠল এক অন্য সুর, তখনই হাসিঠাট্টার পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল! নেপথ্য কণ্ঠে শোনা গেল, নমস্কার অমিতজি, আমি কেবিসির মঞ্চ। ২৩ বছর আগে আপনার সঙ্গে আমার এবং গোটা দেশের দর্শকদের একটা বন্ধন তৈরি হয়েছিল। সেই সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং আমরা সকলে

আপনাকে মন থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার সঙ্গে কেবিসির মঞ্চে বিগ বি'র কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত দেখানো হল। মঞ্চে সঞ্চালকের চেয়ারে বসে অমিতাভ তখন চোখের জল ধরে রাখতে পারছেন না। দর্শকাসনে হাততালির রোল। অমিতাভের উদ্দেশে তাঁদের মন্তব্য, আমরা ঈশ্বরকে দেখিনি ঠিকই, কিন্তু উনি ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান। আবেগপ্রবণ বিগ বি নিজেকে সামলে নিয়ে ধরা গলায় বললেন, আপনাদের এই এক একটা হাততালি আমার কাছে প্রতিটা নিঃশ্বাসের মতো। আপনারাই আমার বন্ধু। আপনারা যা বলেন, আমি শুনি। আপনাদের ইচ্ছেপূরণ করার চেষ্টা করি।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৫ পৌষ ১৪৩০ রবিবার

‘আইএসএফ খুনের টার্গেট করেছে’,

ছেলের ও নিজের নিরাপত্তা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিচ্ছেন আরাবুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তাঁর নিজের ও ছেলের প্রাণহানির আশঙ্কায় নিরাপত্তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হচ্ছেন ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূলের একসময়ের দাপুটে নেতা আরাবুল ইসলাম। অভিযোগ, তাঁর ছেলেকে খুনের ষড়যন্ত্র করেছে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)। শনিবার আরাবুল বলেন, ‘আমার ছেলে হাকিমুল ইসলামকে মেরে ফেলার টার্গেট করছে আইএসএফ। তাই নিরাপত্তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দেব।’ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে তাঁরও প্রাণহানির আশঙ্কা বেড়েছে বলে দাবি করেন তৃণমূলের এই বিতর্কিত নেতা। তবে অভিযোগ উড়িয়ে নওশাদ সিদ্দিকির আইএসএফ-এর দাবি, এটা প্রচারের আলোয় আসার কৌশল।

পঞ্চায়েত ভোটে জেলা পরিষদের আসন থেকে জয়ী হন হাকিমুল। তিনি শাসকদলের যুব নেতাও। হাকিমুলের নিরাপত্তায় আছেন একজন। অন্য দিকে তাঁরে বারবার হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে বলে আগেই জানিয়েছিলেন আরাবুল। তাঁর জন্য বর্তমানে তিন জন নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েনও আছে। তবু কেন বাড়তি নিরাপত্তার দরকার? আরাবুল জানান, গত বৃহস্পতিবার ভাঙড়-২ ব্লকে স্থায়ী সমিতির মিটিংয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। তাঁর দাবি, ভাঙড়ের আইএসএফের লোকেরা তাঁকে এবং ছেলেকে মেরে ফেলার টার্গেট নিয়েছে।’

এই পঞ্চায়েত ভোটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের রাজনীতিতে আরাবুলের প্রভাব নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। আরাবুলও কিছুদিন আগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যে, দলীয় সভায় যেতে তাঁকে নিষেধ করা হচ্ছে।

বর্তমানে ভাঙড় থেকে আইএসএফের প্রভাব কমাতে তৃণমূল নেতৃত্ব ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। সম্প্রতি আবার শওকতকে সহযোগিতা করতে বিধাননগরের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্তকেও আনা হয়। ফলে ভাঙড়ের রাজনীতিতে যে আরাবুল এবং তাঁর পরিবারের গুরুত্ব অনেকটাই কমেছে, মেনে নিচ্ছেন দলের একাংশ।

স্বর্ণমন্দিরের ধাঁচে কালীঘাটের মন্দির চূড়া মুড়বে সোনায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীঘাট মন্দিরের চূড়া সাজবে সোনায়! সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরের চূড়াকে সোনায় মোড়ার কাজ নাকি শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্তত ৫০ কিলো কিংবা তারও বেশি সোনা দিয়ে মোড়া হতে পারে মন্দিরের চূড়া। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্তরা একেবারে নতুন কালীঘাট মন্দিরের সাক্ষী থাকবেন।

সতীর ৫১ পীঠের একটি কলকাতার কালীঘাটের মন্দির। কালীঘাটের মদির ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব পেয়েছে মুকেশ আম্বানির সংস্থা। মূল মন্দির থেকে গর্ভগৃহ, ভোগঘর-সহ গোটা মন্দির চত্বরেই আমূল বদল ঘটতে চলেছে। জানা গিয়েছে, মন্দিরের চূড়া মুড়ে ফেলা হবে সোনায়। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের ধাঁচেই সোনায় মুড়বে কালীঘাটের চূড়া।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত কয়েক বছর ধরেই কালীঘাট মন্দির চত্বর ঢেলে সাজাতে চাইছিলেন। যে চেষ্টা শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগেই।২০১৯ সালে কালীঘাট মন্দির সংস্কারের দায়িত্ব পেয়েছিল কলকাতা পুরসভা । কথা হয়েছিল, ১৮ মাসের মধ্যেই মন্দির সংস্কার সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু আদপে তা হয়নি। পুরসভার দাবি, করোনা কালে দীর্ঘ সময় থমকে ছিল কাজ। তারপর মন্দির চত্বর থেকে দোকানিদের সরাতেও বেগ পেতে হয়েছিল পুরসভাকে। উপরন্তু সারা বছর মন্দিরে ভক্তদের ভিড়। সব মিলিয়ে মন্দির সংস্কারের কাজের গতি শ্লথ হয়।

গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় বাংলার আদিবাসী হস্তশিল্প মেলা। ছবি : অদিতি সাহা

মাওবাদী হুমকিতে পা রাখতে পারেননি স্কুলে, হাইকোর্টের নির্দেশে বকেয়া বেতন মেলার আশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একসময় মাওবাদীদের থেকে প্রাণনাশের ঘনঘন হুমকি আসায় স্কুলে পা রাখার সাহস পাননি পুরুলিয়ার শিক্ষক। যার ফলে প্রায় বছর খানেক বেতন থেকে বঞ্চিত হন শিক্ষক সমন্বয় চৌধুরী। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কাছে একাধিকবার আবেদন জানালেও সুরাহা হয়নি। এরপর উপায় না পেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। আদালতের হস্তক্ষেপে আশার আলো দেখছেন পুরুলিয়ার গণেশ গোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওই শিক্ষক।

২০১০ সালের জুলাই মাসে পুরুলিয়ার শিরিসঘোড়া নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলে চাকরি পান মামলাকারী সমন্বয় চৌধুরী। সমস্যার শুরু ২০১২ সালে। অভিযোগ, ওই বছরের ১৯ ডিসেম্বর স্কুল চলাকালীন স্কুলে একদল মাওবাদী প্রবেশ করে। সমন্বয়বাবুকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। তাঁকে স্পষ্ট জানানো হয়, স্কুলে ঢুকলে মেরে ফেলা হবে। এরপর স্কুল থেকেই বান্দোয়ান থানায় যোগাযোগ করেন ওই শিক্ষক। পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। কিন্তু এরপর তিনি স্কুলের গণ্ডি পেরনোর সাহস করেননি। সঙ্গে বদলির জন্যও আবেদন জানান। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর বদলির আবেদন মঞ্জুর করে তাঁকে অন্য স্কুলে বদলি করা হয়। এদিকে যে সময়ের জন্য স্কুলে যেতে পারেননি, ওই সময়ের বকেয়া বেতন দাবি করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কাছে আবেদন জানান সমন্বয় চৌধুরী। তবে সেই আবেদন গৃহীত হয়নি। এরপর ২০১৯ সালে বাধ্য হয়ে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আবেদনের প্রেক্ষিতে হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর আবেদন শুনে জেলা শিক্ষা সংসদকে একটি সমাধানে পৌঁছনোর নির্দেশ দেন। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশের পরও ওই সময়ের জন্য তাঁকে বকেয়া বেতন দেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দেয় শিক্ষা সংসদ। সম্প্রতি সংসদের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সমন্বয়বাবু। বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ওই সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেই তিনি স্কুলে উপস্থিত হতে পারেনি। ফলে তাঁর বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে জেলা শিক্ষা সংসদকে ছ’সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ব্রিগেডে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বার্তা শুনতে মরিয়া বাম যুব সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাত: শরীর তাঁর অশক্ত। জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতাও বহুদিন তিনি হারিয়েছেন। তবু তিনি আছেন। আর সেটাই যেন ভরসা বাম ব্রিগেডের।

লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রচার ময়দানে ঝাঁপাচ্ছে সিপিএমের যুব সংগঠন। রাজ্যব্যাপী ডিওয়াইএফআই-এর ‘ইনসাফ যাত্রা’র সমাপ্তি হবে আগামী ৭ জানুয়ারি, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। কিন্তু সেখানেও যুবদের ভরসা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ! সূত্রের খবর, ব্রিগেড সমাবেশে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বার্তা পেতে মরিয়া ডিওয়াইএফআই। অসুস্থ, প্রায় শয্যাশায়ী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর তরফে লিখিত কোনও বার্তা পেলে তা ওইদিনের সভায় পড়ে শোনানো হবে, এমনই পরিকল্পনা বাম যুব সংগঠনের। আর সেই লক্ষ্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

২০১৯ সালে লোকসভা ভোটের আগে সিপিএমের ব্রিগেড সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তবে মঞ্চে ওঠেননি। সভামঞ্চের একদিকে গাড়িতেই বসেছিলেন বুদ্ধদেববাবু। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী মীরাদেবী। সেবার তিনি অল্প সময়ে থেকেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। শরীর বিশেষ ভালো ছিল না। আর ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাম-কংগ্রেস জোটের মহাসমাবেশে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর একটি অডিও বার্তা প্রচার করেছিল সিপিএম। কিন্তু তার পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর শারীরিক অবস্থার অনেক অবনতি হয়েছে। চলতি বছরই তিনি দীর্ঘ সময়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বাড়ি ফেরার পর তাঁর ঘরে হাসপাতালের মতোই ব্যবস্থা করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। ফলে তাঁর পক্ষে এই সময়ে অডিও বার্তা দেওয়াও কঠিন। তাই এবার মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়দের পরিকল্পনা, বুদ্ধদেববাবুর তরফে লিখিত বার্তা পাওয়ার। তিনি সংক্ষেপে কোনও বার্তা পাঠালে তা পড়ে শোনানো হবে ৭ তারিখের ব্রিগেড সমাবেশে। উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালে বাংলার তরফে তৈরি ডিওয়াইএফআই-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাই তাঁর বার্তা দিয়েই ব্রিগেডের সভা চাঙ্গা করার পরিকল্পনা সংগঠনের।

বর্ষবরণে নিরাপত্তায় পার্কস্ট্রিটে বাড়তি নজর, বেপরোয়া বাইক বাহিনী রুখতে তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৩-কে বিদায় জানিয়ে ২০২৪-কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে কলকাতা। বর্ষবরণ উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে নিরাপত্তা জোরদার করছে পুলিশ। লালবাজার সূত্রে খবর, বর্ষবরণের রাতেই প্রায় আড়াই হাজার পুলিশি নিরাপত্তা বলয়ে থাকবে পার্ক স্ট্রিট। রবিবার বিকেল থেকেই পুরো পার্ক স্ট্রিট ছ’টি সেক্টরে ভাগ করা হবে। পুরো পার্ক স্ট্রিটের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে ১০ জন ডেপুটি কমিশনার পদ মর্যাদার পুলিশ আধিকারিক। তাদের সহযোগিতা করতে থাকবে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য পুলিশকর্মীরা।

লালবাজার সূত্রে খবর, রাত বারোটার সময় হঠাৎ করেই বাইক আরোহীদের বেপরোয়া গতি বেড়ে যায়। বিগত বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শুধু পার্ক স্ট্রিট নয়, সংলগ্ন মল্লিক বাজার, এজেসি বোস রোড, নিউ মার্কেট, বউ বাজার এবং এক্সাইড মোড়ের মত জায়গাতেও নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। এরই পাশাপাশি বাইকের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে এবার ইএম বাইপাসে নজরদারি আগের থেকে বেশি রাখ তে চলেছে লালবাজার। কারণ, ভিড়ে ইভটিজিং-সহ নানা ধরনের অপরাধ ঘটে থাকে। তা রুখতে ভিড়ের মধ্যে নজরদারি চালাবে পুলিশ। পার্ক স্ট্রিটের উপর প্রয়োজন মতও গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ওয়াকিং বে করা হবে । সেক্ষেত্রে যারা গাড়ি নিয়ে আসতে চাইছেন, তাদের ময়দান সংলগ্ন এলাকায় গাড়ি রেখে হেঁটে পার্ক স্ট্রিট ও সংলগ্ন রাস্তা স্তার বিভিন্ন পানশালা, পাবে মানুষকে ঢুকতে হবে। এদিকে প্রতিটি রাস্তায় চালানো হবে নাকা চেকিংও। রবিবার ও সোমবার সকালে চিড়িয়াখানা, ময়দান, ভিক্টোরিয়া, গঙ্গার ঘাটগুলোতে পুলিশি নজরদারি থাকবে। ওয়াচ টাওয়ার ছাড়াও পার্ক স্ট্রিট এলাকার বহুতল থেকেও দূরবিনেও নজরদারি চালাবেন দলালবাজারের আধিকারিকেরা।

নিউ ইয়ার ইভে কোনও বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে বার ও পাব মালিকদের সতর্ক করেছে পুলিশ। মদ্যপ অবস্থায় কেউ গাড়ি চালানোর চেষ্টা করলে তাঁদের বাধা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বার বা পাব কর্তৃপক্ষের কথা না শুনলে দ্রুত স্থানীয় থানায় খবর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। শুধু তাই নয়, শহরের ‘পার্টি জোন’ হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন এলাকার বার ও পাব মালিকদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে পুলিশের তরফে। কোনও ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় মারামারি বা বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লে দ্রুত পুলিশকে খবর দিতে বলা হয়েছে।

শুধু কলকাতা নয়, অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা এড়াতে সতর্ক বিধাননগর পুলিশও। ৩১ ডিসেম্বর রাতে নিউটাউন ও রাজারহাটে আয়োজিত বিভিন্ন পার্টির আয়োজকদের কাছে পৌঁছেছে পুলিশের বার্তা। আইন-শৃঙ্খলা জনিত কোনও সমস্যা যাতে না হয় সেই কারণে আয়োজকদের নিজস্ব নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েনের বন্দোবস্ত করার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ। এরই পাশাপাশি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক সিনিয়র আধিকারিক জানান, ‘আয়োজকদের সঙ্গে স্থানীয় থানার পুলিশের তরফে সব সময় যোগাযোগ রাখা হবে।’

২০২৩-এ ‘হাতকড়া’ পড়ল যাদের হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষাক্ষেত্র থেকে পুর নিয়োগ, রেশন। দুর্নীতি কাণ্ডে বেড়েই চলেছে গ্রেপ্তারি।

২০২২ সালেই শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ২০২৩ গ্রেপ্তার হলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ইডির জালে ধরা পড়লেন তিনি। অভিযোগ, রেশন দুর্নীতিতে যে বিপুল টাকা তছরুপ হয়েছে তার সঙ্গে যোগ রয়েছে বালুর। ২৭ অক্টোবর ২০২৩ গ্রেপ্তার হন জ্যোতিপ্রিয়।

ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন বালু ঘনিষ্ঠ বাকিবুর রহমান। তদন্ত যত এগিয়েছে, ততই সামনে এসেছে আরও সম্পত্তি। ইডি-র দাবি, ১০০ কোটির বেশি টাকার সম্পত্তির মালিক বাকিবুর।

কালীঘাটের কাকু

নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইডি গ্রেপ্তার করে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুকে। ২০২৩ এর ৩০ মে নিজের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হন তিনি। বর্তমানে শারীর খারপ তাঁর। তাই এসএসকেএম-এর বেডেই শুয়ে কাকু। তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে নাজেহাল হতে হচ্ছে ইডি-কে।

ধৃত পার্থ সেন

নিয়োগ দুর্নীতিতে গতবছর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আর এই বছর প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হলেন পার্থ সেন। এস বসুরায় অ্যান্ড কোম্পানির প্রোগ্রামার ছিলেন এই পার্থ। ওএমআর শিট কারচুপিতে নাম জড়ায় তাঁর।

তাপস মণ্ডলের কীর্তি

সিবিআইয়ের জালে ধরা পড়েন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি এবং রাজ্যের বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডল। চলতি বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন তিনি। চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে বেআইনি ভাবে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে।

বিধায়ক জীবনও গরাদের পিছনে

নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। গত ১৭ এপ্রিল গ্রেপ্তার হন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে তদন্তে অসহযোগিতা ও তথ্য প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা, মূলত এই দুই অভিযোগে প্রাথমিকভাবে তাঁকে গ্রেফতার করা তাঁকে। তৃণমূল বিধায়ককে ধরতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় গোয়েন্দাদের। তদন্ত চলাকালীন নিজের একটি ফোন পুকুরে ছুড়ে ফেলেছিলেন তিনি। এছাড়াও গোয়েন্দাদের দাবি, সিঁদুর কৌটোর মধ্যে জীবনকৃষ্ণ মোবাইলের মেমরি কার্ড লুকিয়ে রেখেছিলেন।

কীর্তিমান প্রমোটার

পুর নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার অয়ন শীলকে গ্রেপ্তার করেন ইডি আধিকারিকরা। ২০ মার্চ গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। তাঁর বাড়ি থেকে বেশ কিছু চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা মিলেছে। সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে ওএমআর শিট।

উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যবইতে যুগোপযোগী বিষয়, ৩১ জানুয়ারির মধ্যেই সিলেবাস বদল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬ থেকে আমূল পরিবর্তন আসছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়। ৪৭টি বিষয়ের সিলেবাসে বদল আসতে চলেছে। সে কারণেই প্রতি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে আলাদা আলাদা সাব কমিটি। কয়েকদিন আগেই সে কথা জানিয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, সিলেবাস পরিবর্তনে ডেডলাইন ঠিক হয়েছে ৩১ জানুয়ারি।

সূত্র মারপৎ জানা গিয়েছে, পাঠ্যবইতে বড়সড় বদল আনছে সংসদ। যুগোপযোগী বিষয় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে পাঠ্য বইয়ের । যেমন অ্যাকাউন্টেন্সিতে যুক্ত হচ্ছে জিএসটি। বাদ পড়ছে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে আসছে আধুনিক কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ। গণিতের পাঠ্য বইতে যুক্ত হচ্ছে যুগোপযোগী ঘটনা সম্পর্কিত অঙ্ক। পড়ুয়াদের আরও বাস্তবমুখী বিষয়ে ওয়াকিবহাল করতেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। ৪৭ টি কমিটি ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সিলেবাসে সংশোধন জমা দিলে তা বিকাশ ভবনে যাবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, ‘বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা বিষয়গুলির রিভিউ করছি। যে সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে সেগুলি করা হচ্ছে। সেমিস্টার সিস্টেমে প্রশ্নপত্রের ধাঁচও বদলাচ্ছে।’

শুধু সিলেবাসে নয়, বদল আসছে পরীক্ষা পদ্ধতিতেও। চালু হচ্ছে সেমেস্টার সিস্টেম। একাদশ দ্বাদশ মিলিয়ে মোট ৪ সেমেস্টারে হবে উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা। একাদশে দু’টো সেমেস্টার। দ্বাদশেও দু’টো সেমেস্টার। একইসঙ্গে দ্বাদশের প্রথম সেমেস্টার আবার সম্পূর্ণভাবে মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নের ওপর হতে চলেছে। চালু হচ্ছে ওএমআর শিটও। চতুর্থ সেমেস্টারে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের পাশাপাশি বর্ণনাধর্মী প্রশ্ন থাকবে । সূত্রের খবর, সব ঠিক থাকলে ২০২৬ এর উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষার্থীরা নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেবেন। সেক্ষেত্রে ২০২৬ এর মার্চে হবে চূড়ান্ত সেমেস্টারের পরীক্ষা।

সম্পাদকীয়

বাল্যবিবাহ রোধ করতে প্রয়োজনে পুলিশি অভিযান চালানো দরকার

ভারতে বাল্যবিবাহের গড় হার ২৩.৩ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গের সেখানে তা ৪১.৬ শতাংশ। অর্থাৎ, আমরা পিছিয়ে আছি কন্যাসন্তানের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে। বাল্যবিবাহের পিছনে একাধিক কারণ আছে। অধিকাংশ পরিবারে কন্যাসন্তানকে পুত্রসন্তানের সঙ্গে সমদৃষ্টিতে দেখা হয় না। মেয়ে একটু বড় হলে অন্যের ঘরে চলে যাবে, তাই পরিবার থেকে মেয়েদের খুব বেশি সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, এই মনোভাব কাজ করে। এখনও পর্যন্ত কন্যাসন্তানের বিবাহের পর, পিতা তার বিষয়সম্পত্তি পুত্রের নামে লিখে দেন। কন্যাকে সম্পত্তির ভাগ দেওয়া যাবে না। সামাজিক নিরাপত্তার অজুহাতে নাবালিকার বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কন্যাসন্তানের উপযুক্ত পরিবেশে তৈরি করতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। শিশু ও নারী পাচার চলছে বহাল তবিয়তে। সরেজমিনে খোঁজখবর নিয়ে দেখলে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পরিসংখ্যান উঠে আসবে। এখন সমাজমাধ্যমে নানা ধরনের কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য, মন্তব্য, ভিডিয়ো ঘোরাঘুরি করছে, যেগুলি অল্পবয়সিদের নানা ভাবে প্রভাবিত করে। তা ছাড়া, অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে প্রশাসনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্তমানে প্রতিটি গ্রামে জনপ্রতিনিধি, আশাকর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, স্কুলশিক্ষক আছেন। তা সত্ত্বেও কী করে এতগুলো চোখ এড়িয়ে নাবালিকার বিয়ে হচ্ছে? গ্রামাঞ্চলে কন্যার বাল্যবিবাহ হয়ে যাওয়ার পরেও কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে বহু পরিবার। আমি নিজে আমাদের গ্রামে দেখেছি, বছরের পর বছর বাল্যবিবাহ চলছে। অনেক অভিভাবককে ব্যক্তিগত ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে খুব বেশি লাভ হয়নি। এনজিও-দের তরফে পথনাটক-সহ বিভিন্ন ভাবে প্রচার করা হয়েছে। তবুও কাজের কাজ হয়নি। তবে পুলিশি অভিযানে ধরা পড়লেই হাজতবাস অবধারিত, এ কথা বুঝতে পেরেছে অধিকাংশ মানুষ। তাই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে পুলিশি অভিযান চালানো দরকার। সেই সঙ্গে সরকারি সব ধরনের সুযোগসুবিধা থেকে বিরত করতে হবে অভিযুক্ত অবিভাবককে।

শাশ্বত কথা

কর্তব্য কর্ম

অপরে কি বলিবে তাহা না ভাবিয়া সমস্ত কর্তব্য কর্ম করিবে-নিন্দা বা প্রশংসার দিকে লক্ষ্য রাখিবে না। হাতে কাজ করিবে, মুখে রাম রাম নাম করিবে, মনে মনে ধ্যান করিবে। সদগুরু ভিতর হইতে প্রেরণা দিয়া থাকেন। দুঃখ দিয়েই দুঃখ কাটিয়া যায়। অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারেই দুঃখভোগ ও সুখভোগ আসে। সেই সকল ভোগের মধ্য দিয়াই দিয়াই কর্ম্মক্ষয় হয় এবং দুঃখ কাটিতে থাকে। যোগীগণের সর্ব্বদা বিচার পূর্বক চলা উচিত। যদি যোগী নিজেকে মায়া হইতে মুক্ত রাখিতে না পারে তো তাঁহার যোগ কিরূপে রক্ষিত হইবে? সদগুরু লাভের আকাঙ্ক্ষা করিবে, কারণ সদগুরু লাভ করিলে হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রকাশিত হয় এবং অজ্ঞানান্ধকার নাশ প্রাপ্ত হয়।

— শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

বিষ্ণুদেবানন্দ সরস্বতী

১৯২৭ বিশিষ্ট লেখক ও যোগগুরু বিষ্ণুদেবানন্দ সরস্বতীর জন্মদিন।
১৯৪০ বিশিষ্ট লেখক ত্রিদিব মিত্রের জন্মদিন।
১৯৪৩ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সোমেন মিত্রের জন্মদিন।

অশোক সেনগুপ্ত

প্রতি বছরের মত ২০২৪-এও আছে স্মরণীয় নানা ঘটনা। এতে যেমন আছে প্রয়াত কিছু বিশিষ্টর বিশেষ বর্ষ উদযাপন, তেমনই আছে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগত স্মরণ।

দয়ানন্দ সরস্বতী ২০০

দয়ানন্দ সরস্বতী (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪; ৩০ অক্টোবর ১৮৮৩) ছিলেন হিন্দু ধর্মগুরু, সমাজ সংস্কারক এবং আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। পশ্চিম ভারতের কাথিয়াওয়াড়ের মোরভি শহরে এক ধনাঢ্য নিষ্ঠাবান সামবেদী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম মূলশংকর। ছেলেবেলায় বাবার কাছেই লাভ করেন। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ না হওয়ায় প্রথম থেকেই তিনি সংস্কৃতশাস্ত্র ভালভাবে আয়ত্ব করেন এবং ধীরে ধীরে সমগ্র যজুর্বেদ ও আংশিকভাবে অপর তিন বেদ, ব্যাকরণ, তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র, কাব্য, অলংকার, স্মৃতি প্রভৃতিতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত কাশী শাস্ত্রার্থে তিনি তৎকালীন পন্ডিতবর্গকে পরাজিত করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। হিন্দু সমাজ থেকে কুসংস্কার দুর করতে এবং বেদ প্রতিষ্ঠা করতে বেদভাষ্য প্রণয়ন করেন, গড়ে তোলেন‘আর্য সমাজ। তাঁর বিখ্যাত একটি গ্রন্থ ‘সত্যার্থ প্রকাশ’, যা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রভাব রেখেছিল।

কুমার গন্ধর্ব ১০০

পন্ডিত কুমার গন্ধর্ব (জন্ম ৮ এপ্রিল ১৯২৪) শিব রামকাঠ‘নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় গায়ক, তাঁর অনন্য কণ্ঠশৈলীর জন্য সুপরিচিত। গন্ধর্ব কর্ণাটকের বেলগাউমের কাছে সুলেভাবিতে একটি কন্নড়-ভাষী লিঙ্গায়ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে, তিনি সঙ্গীতে দক্ষতার লক্ষণ দেখান। ১০ বছর বয়সে প্রথম মঞ্চে উপস্থিত হন। যখন তাঁর ১১ বছর বয়স, তাঁর বাবা তাঁকে সুপরিচিত শাস্ত্রীয় শিক্ষক, বি আর দেওধরের কাছে গান শিখতে‘পাঠান।‘গন্ধর্বর কৌশল এবং সঙ্গীত জ্ঞানের দক্ষতা এত দ্রুত ছিল যে তিনি নিজে ২০ বছর বয়সের আগে স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন। কয়েক দশক ধরে ফুসফুসের সংক্রমণের দীর্ঘ ইতিহাসের পর গন্ধর্ব ১২ জানুয়ারী ১৯৯২ সালে মধ্যপ্রদেশের দেওয়াস বাসভবনে মারা যান। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাহ করা হয় এবং তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সারা দেশের শত শত সঙ্গীতপ্রেমী উপস্থিত ছিলেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (৯ অক্টোবর ১৯২৪ - ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক বাংলা বিশিষ্ট কবিদের অন্যতম। ‘উলঙ্গ রাজা’ তাঁর অন্যতম বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এটির জন্য তিনি ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার পান। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সাথে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়াও একগুচ্ছ পুরস্কার রয়েছে তার ঝুলিতে। ১৯৫৮ সালে ‘উল্টোরথ পুরস্কার’, ১৯৭০ সালে ‘তারাশঙ্কর স্মৃতি’ ও ১৯৭৬ সালে ‘আনন্দ শিরোমণি’ পুরস্কার পান কবি। ২০০৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি. লিট প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

অম্লান দত্ত ১০০

অম্লান দত্ত (১৭ জুন, ১৯২৪ - ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০) ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদ। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য এবং উত্তরবঙ্গ ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। আনন্দ পুরস্কার ছাড়াও তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশিকোত্তম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পুরস্কার ও কমলা পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী, দাদা, বোন ও দুই ছোট ভাই; প্রত্যেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

সুচিত্রা মিত্র ১০০

রবীন্দ্রনাথকে সে অর্থে পাননি, কিন্তু আজীবন তাঁরই গান গেয়ে পেলেন বঙ্গহৃদয়ের ভালবাসা। সুচিত্রা মিত্র (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ , ৩ জানুয়ারি, ২০১১) নামটা শুধু এক শিল্পীকে মনে করায় না, কঠোরে কোমলে গড়া বিদ্যুল্লতা এক সাধিকার ছবি সামনে আনে। জীবনপথে অনেকটাই একাকী সুচিত্রা কিন্তু গানবেলায় চলেছেন অনেককে নিয়ে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য অহঙ্কার করতেন। পূর্বা দাম, রমা মণ্ডল যাঁর হাতে গড়া, তাঁর

সে অহঙ্কার সাজে। শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জনের শিক্ষণশৈলীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে গড়ে তুলেছেন দীপ্র সপ্রতিভ গায়কি। কদাপি খাতা দেখে গান শোনাননি। উদ্বুদ্ধ করেছেন সঙ্গী বাজিয়েদের। গোবিন্দ রীতের তৈরি হারমোনিয়াম হাতে পৌঁছেছেন যেখানেই বাঙালি আছেন, সেখানে। আজও চিত্রাঙ্গদা, নটীর পূজা, শাপমোচন, চণ্ডালিকা-র যে কোনও আলোচনায় সুচিত্রা-কণ্ঠ প্রামাণ্য। (ঋণ- আনন্দবাজার পত্রিকা)

প্যারিস অলিম্পিক্স

২০২০ সালে টোকিও-র পর ২০২৪ অলিম্পিক্স গেমসের আয়োজক শহর হওয়ার দাবি জানিয়েছিল প্যারিস ও লস অ্যাঞ্জেলেস। দুই তরফ থেকেই চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকায়, দুটি অলিম্পিক্স দুটি শহরকে উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০২৪ অলিম্পিক্স প্যারিস এবং ২০২৮ অলিম্পিক্স লস অ্যাঞ্জেলসে হবে। ২০১৭-র জুন মাসে আই ও সি-র কার্যকরি সমিতির প্রায় একশোজন সদস্য এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছেন। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসে লিমায় বার্ষিক সভায় সরকারিভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। আগামী ২৬শে জুলাই থেকে ১১ই আগস্ট পর্যন্ত প্যারিস অলিম্পিক্স আয়োজন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ভারতে লোকসভা নির্বাচন

লোকসভার ৫৪৩ সদস্য নির্বাচনের জন্য ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতের নির্বাচন কমিশন ১৮ তম লোকসভার নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণা করবে। ১৭ তম লোকসভার মেয়াদ। ১৬ জুন ২০২৪-এ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। ভারতের সাধারণ নির্বাচন দ্বিমুখী হয়ে উঠেছে। যেখানে দুটি প্রধান জোটের একটি শাসক‘ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স এবং বিরোধী ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স। ২০২৪ সালের ভারতীয় সাধারণ নির্বাচনে ৬টি জাতীয় দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ভারতীয় জনতা পার্টি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), বহুজন সমাজ পার্টি, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি এবং আম আদমি পার্টি।

রামমন্দিরের উদ্বোধন

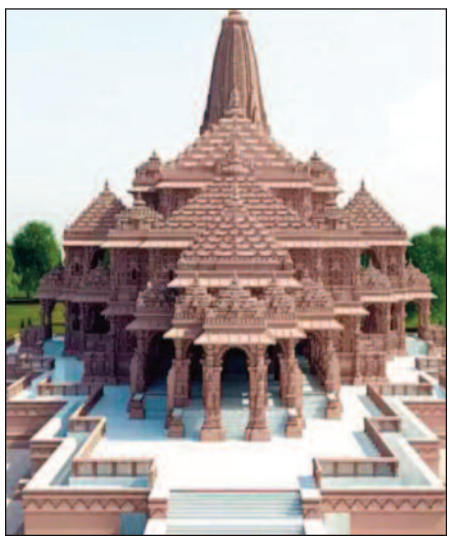

‘২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি ততটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট ছিল। ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধে জয় এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ১ লাখ সেনাকে বন্দি করার ঘটনার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ রামমন্দির উদ্বোধন।’ সংবাদমাধ্যমতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন রাম জন্মভূমি ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই। তাঁর কথায়, ‘রামমন্দির গোটা দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।’
২২ জানুয়ারি রামন্দিরে রামলালাকে প্রতিষ্ঠিত করতে উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তি, সাধুদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীও ২২ জানুয়ারি আমন্ত্রিত। তবে বিজেপির সহপ্রতিষ্ঠাতা লালকৃষ্ণ আডবাণী এবং বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা মুরলি মনোহর যোশীকে সেদিন ‘না আসার জন্য অনুরোধ’ জানিয়েছে রাম জন্মভূমি ট্রাস্ট। উল্লেখ্য, আডবাণী ও যোশীর হাত ধরেই রামমন্দির আন্দোলন ছড়িয়েছিল দেশে।

আরএসএস ১০০

১০০ বছরে পা দিচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের। শতবর্ষ উদযাপন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছে বিভিন্ন স্তরে। দেশজুড়ে আরএসএস নিজেদের শাখার সংখ্যা দ্রুত বাড়াতে চায়। ২০২৪ সালের মধ্যেই এই লক্ষ্য পূরণ করতে চায় সংঘ। ২০২৫ সালে সংঘের শতবর্ষপূর্তি। তার আগেই দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাজে সংঘ পৌঁছে যেতে চাইছে। আর এর জন্যই শাখার সংখ্যাও বাড়াতে তৎপর নেতৃত্ব। আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র জাতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুনীল আম্বেকর এই বিষয়ে বলেন, ‘২০২৫ সালে আরএসএস-এর ১০০তম বার্ষিকী। সংঘের শতবর্ষ উদযাপনের জন্য একটি ব্যাপক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে সারা দেশে এক লক্ষ শাখা তৈরি করা হবে যাতে সংঘের কাজ সমাজের সমস্ত স্তরে পৌঁছে যায়।’ তিনি বলেন, সামাজিক জাগরণের মাধ্যমে সমাজে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করাই সংঘের লক্ষ্য। এই ধরনের প্রয়াসের ফলে সেই লক্ষ্য পূরণ হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। তিনি বলেন, আরএসএস-এর কাজ আবারও গতি পাচ্ছে দেশজুড়ে। আরএসএস-এর সম্প্রসারণ বিজেপিকে আরও শক্তি জমি গড়ে দেবে বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

নববর্ষ যুগে যুগে, উঠেছে সেজে নতুন সাজে

ডাঃ শামসুল হক

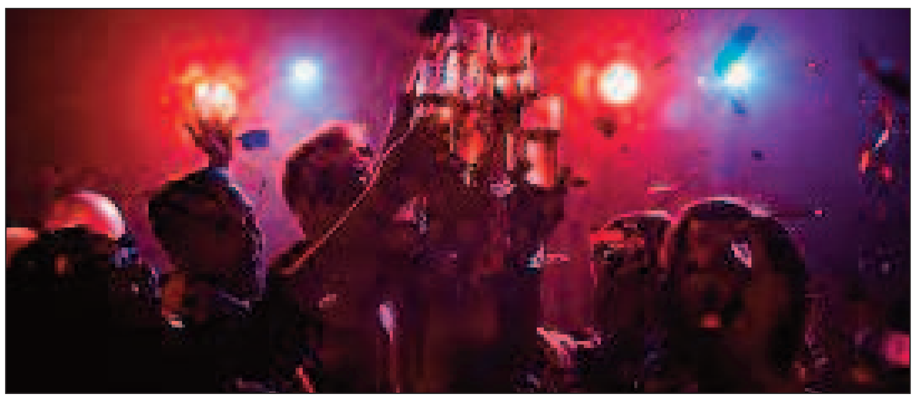

নতুন বছরে নতুন দিনের আলোকে আমরা অভ্যর্থনা জানাবো নতুন চোখের দৃষ্টিশক্তিতেই এবং বরণও করে নিতে চাইবো একেবারে অভিনব উপায়েই তেমন প্রত্যাশাও তো আমাদের থাকতেই পারে । বলাই বাহুল্য , কল্পনার চোখে সেই আলো আবার বর্ণময় , ছন্দময় এবং অতি অবশ্যই আবেগময় অনুভূতির নতুন এক সংস্করণ হিসেবেই ধরা দেবে আমাদের এই মানস হৃদয়েও। মনের সেই অনুভূতিকে আবার যদি ভাবা যায় নতুন সৃষ্টির অপেক্ষায় থাকা প্রত্যাশিত এক সাফল্য তাহলেও কিন্তু ভুল ভাবা হবে না। অতএব আমারা নিশ্চয়ই বলতে পারি বা ভাবতেও পারি যে, নতুনত্বের ছোঁয়ায় আমাদের আগামী দিনগুলো আরও বর্ণময় হয়ে উঠুক এ ভরপুর হয়ে উঠুক সুখ সমৃদ্ধির জোয়ারেও। নববর্ষের প্রথম প্রভাতে এই যে এত আনন্দের স্ফুরণ তা এল কিভাবে এবং তার সৃষ্টিকর্তাই বা কে। এই বিষয় নিয়েও কিন্তু আছে নানান মতভেদ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবেই রূপ বদল হয়েছে তার। তারপর অনেক টালবাহানার পর এসেছে তার পূর্ণাঙ্গ একটা রূপ। নতুন বছরকে আনন্দময় করে তোলা এবং সেটাকে বর্ষবরণ উৎসব হিসেবে পালন করার রীতিও যে অনেক দিনের পুরনো সেটাও আমরা জানতে পেরেছি ইতিহাসেরই পাতা থেকে। আজ সমগ্র পৃথিবী জুড়েই চলছে সেই উৎসবেরই রমরমা। তবে সর্বত্র এক ভাবে নয়, বিভিন্ন স্থানে চলছে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন রূপেই। যতদূর জানা গেছে আজ থেকে চার হাজারেরও বেশি বছর আগে থেকেই প্রচলিত ছিল এই ধরণের উৎসব পালনের রীতি। গবেষকরা মনে করেন, ইরাক হল এই উৎসবের মূল প্রবক্তা। তখন অবশ্য সেই দেশ পরিচিত ছিল অন্য এক নামেই। মেসোপটেমিয়া, এটাই ছিল তখন সেই দেশের প্রচলিত নাম । সেই দেশের মানুষজন অতি সানন্দেই পালন করতেন সেই উৎসব। কিন্তু স্থান ভেদে তা আবার পালিত হত একবারে আলাদা আলাদা ভাবেই। তবে সকলের উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল একই। নববর্ষ উৎসব উদযাপন যাতে একশো শতাংশই সফল হয় এবং সব আনন্দ যাতে ভাগাভাগি করে নিতে পারেন সকলেই মিলে, প্রার্থনা করেন সেই দিকটাও। তারপর দিন যত এগিয়েছে বদলে গেছে নববর্ষ উৎসবের সবকটা ধরণ ধারণও । পরিবর্তিত হয়েছে তার রূপ এবং বৈচিত্রও। তখন অবশ্য ইংরেজি ক্যালেণ্ডারের শুরুর দিনটাকে নববর্ষ উৎসব হিসেবে পালন করার রীতি প্রচলিত ছিল না। সেইসময় এই উৎসব পালিত হত বসন্ত ঋতু শুরুর প্রথম দিনেই। শীতের হিমেল বাতাস যখন অন্য কোন দিকে প্রবাহিত হতো, গাছে গাছে যখন জন্ম নিতে শুরু করত নবপত্রিকা, তখনই সকলে মনে মনে অনুভব করতেন যে এবার নতুন বছর এসে হাজির হয়েছে সকলেরই মনের দুয়ারে। আর ঠিক তখনই নেওয়া হত বর্ষবরণ উৎসব উদযাপনের প্রস্তুতিও। তখন থেকেই আবার শুরু হত নতুন বছর গণনার কাজও। সেইসময় অবশ্য চাঁদের উদয় এবং অস্তের উপর নির্ভর করেই শুরু হত নতুন ক্যালেণ্ডার ছাপার কাজ। অতএব উৎসব শুরুর প্রথম দিনে চাঁদের উদয় ই ছিল সেইসময়ের বছর শুরুরও প্রথম দিবস। আর তারপরই চলত উৎসব এবং বছর গোনার হিসেব নিকেশও। সেইভাবেই কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। সবকিছু চলছিলও সেই একই গতিতে। তারপর রোমানদের মনের মধ্যেও জাগ্রত হতে শুরু করে নববর্ষের আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার ইচ্ছেটাও এবং সেইসঙ্গে শুরু হয় বছর গণণার কাজও। আর সেজন্য তাঁরাও বেছে নিয়েছিলেন সেই চাঁদকেই। তবে তাঁদের বছর শুরু হয়েছিল মার্চ মাসের প্রথম দিন থেকেই। তারপর দিন , মাস এবং বছর সবকিছুই চলছিল একেবারে গতানুগতিক ভাবেই আর সমগ্র বিষয়টা নিয়েই মাথা ঘামাতে শুরু করেন স্বয়ং রোম সম্রাট নুসাপন্টিলাসও। বিশেষজ্ঞদের তিনি ডেকে পাঠান তাঁর দরবারে। চলে দীর্ঘ গবেষণাকর্মও। অবশেষে চলতি ক্যালেণ্ডারের কিছুটা পরিবর্তনও ঘটানো হয়। কিন্তু তবুও কিছুটা খুঁতখুতানি থেকে যায় সকলেরই মনের মধ্যে। অবশেষে আসরে নামেন জুলিয়াস সিজার। অনেক দিন ধরেই তাঁর মনে হয়েছিল যে , চাঁদের হিসাব অনুযায়ী বছর গণনার জন্যই দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে এহেন জটিলতা। তাই চলতি ক্যালেণ্ডারকে ত্রুটিমুক্ত করতে হলে এখনই বর্জন করতে হবে চাঁদের হিসাবকে। বদলে আনতে হবে সূর্যের উদয় এবং অস্তের হিসাবটাকেই। কারণ চাঁদের হিসাব অনুযায়ী এতদিনে বছর শেষ হত ৩৫৫ দিনে। আর সূর্যের হিসাবে সেটা সম্পন্ন হত ৩৬৫ দিনে। ফলে নড়েচড়ে বসলেন সব প্রান্তের মানুষজনই । তাঁদের জ্ঞাতার্থেই সিজার জানান নতুন নতুন আরও অনেক তথ্যও। তাঁর মত অনুসারে ঠিক হল যে, এখন থেকে বছর গোনার কাজ শুরু হবে জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকেই। আর সেই দিনই শুরু হবে বর্ষবরণ উৎসবও। এতকিছুর পরও নতুন ক্যালেণ্ডারের মধ্যে কিন্তু রয়ে গিয়েছিল অল্প একটু ত্রুটিও। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে সেটারও সংশোধন করেন সেইসময়ের বিশিষ্ট রোমান চিকিৎসক অ্যালোসিয়াস লিলিয়াস। তিনি জানান যে, সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা। আর যেহেতু সেই হিসেবেই প্রস্তুত করা হয় দিন, মাস বছর গণণা এবং অতি অবশ্যই ক্যালেণ্ডারও। সেইহেতু ওই অতিরিক্ত ৬টা ঘন্টা থেকে যাচ্ছে হিসেবেরই বাইরে। সুতরাং এখন থেকে অতি অবশ্যই তাতে যুক্ত করতে হবে সেই সময়টাও। ডাঃ অ্যালোসিয়াসের সেই মতামত মেনে নিয়েছিলেন সকলেই। ঠিক হল প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর নতুন যে বছর শুরু হবে তার সঙ্গে যুক্ত করা হবে অতিরিক্ত একটা দিন। অর্থাৎ সেই বছরটা হবে ৩৬৬ দিনের এবং সেই বছরে ফেব্রুয়ারি মাসের সঙ্গে যুক্ত হবে অতিরিক্ত আরও একটা দিন। আর বর্ষবরণ উৎসব চলছিল যেমনভাবে চলতে থাকবে ঠিক সেইভাবেই অর্থাৎ পয়লা জানুয়ারি তারিখটাই নির্দিষ্ট থাকবে সেই উৎসব উদযাপনেরই জন্য।

রেলকর্মীর তৎপরতায় অসহায় বৃদ্ধার প্রাণ বাঁচল আরামবাগে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

মরা তো হল না। বউমাদের কাছে যাব না। মেয়ের কাছে যাব। রেল লাইনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করতে এসে বেঁচে যাওয়ার পর অশ্রুসজল চোখে এই কথাগুলো বলছিলেন এক বৃদ্ধা। ঘটনাটি হুগলি জেলার আরামবাগের রেলস্টেশন সংলগ্ন রেলগেটের কাছে। বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস। সাংসারিক জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে রেল লাইনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করেন এক বৃদ্ধা। কিন্তু দেবদূতের মতো এক রেলকর্মী বাঁচিয়ে দেন তাকে। জানা গেছে, সূর্যবালা সরেনের চার ছেলে এক মেয়ে। বাড়ি আরামবাগের বসন্তবাটি এলাকায়। বৃদ্ধা মায়ের কেউ দায়িত্ব নেয়নি। মেয়ে যদিও দেড় বছর ধরে মায়ের দেখা শোনা করছিলেন। কিন্তু সাংসারিক অশান্তির জেরে দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তিনি। কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদে সূর্যবালাদেবী বেঁচে যান। সূর্যবালা সরেন বলেন, বউমারা দেখেনি। তাই মেয়ের বাড়ি চলে গেছি। প্রায় দেড় বছর মেয়ের বাড়িতে আছি। মরতে এসেছিলাম। মরা তো হল না। বউমাদের কাছে যাব না। মেয়ের কাছেই যাব। বউমাদের কাছে গেলে, ওরা বলবে, জ্বালাতে এলে, ঝাঁটা মারবে। কি করব ভেবে পাচ্ছি না। জলভরা চোখে অসহায় বৃদ্ধা যখন এই কথাগুলো বলছিলেন তখন আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা ও মা বাবার প্রতি ছেলে মেয়েদের কর্তব্যবোধ নিয়ে বেশ কয়েক প্রশ্ন উঠছে। আমরা কি সত্যিই আধুনিক হতে পেরেছি। বাবা ও মায়ের দায়িত্ব কি সঠিক ভাবে পালন করতে পাচ্ছি। আসলে উগ্র আধুনিকতার অন্ধকারে মানবিক কর্তব্যবোধ হারিয়ে গেছে। মা ও বাবা সমাজের বোঝা হয়ে গেছে। চার ছেলে ও এক মেয়ে থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধা সূর্যবালাদেবী বড় অসহায়। এদিন রেল কর্মী ও এক টোটো চালকের তৎপরতায় সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান ওই বৃদ্ধা। এই বিষয়ে কর্তব্যরত রেল কর্মী অর্ণব ঘাঁটা বলেন,গোঘাট যাওয়ার ট্রেনটি আসছিল। ওনাকে সরে যেতে বললেও উনি সরছিলেন না। সন্দেহ হয়। বয়স্ক মানুষ দেখে ছুটে গিয়ে ওনাকে সরাই। একজন টোটো চালকের সহযোগিতায় রেললাইনের পাশ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়। অপরদিকে স্থানীয় মানুষ মামণি প্রতিহার বলেন, উনি রেল লাইনে মাথা দেবেন বলে এসেছিলেন। রেলকর্মী বাঁচিয়ে আনেন। সবমিলিয়ে এখন দেখার অসহায় এই বৃদ্ধার দায়িত্ব কে নেয়। ছেলে মেয়েদের কি শুভ বুদ্ধির উদয় হবে? মায়ের কি দায়িত্ব নেবেন তারা? এই প্রশ্ন রয়ে গেলেও অসহায় ভাবে খোলা আকাশের নীচে বসে রইলেন সূর্যবালা দেবী।

দলনেত্রীর নির্দেশে সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের অভিনব উদ্যোগ

সুমন তালুকদার ● বারাসাত

দলনেত্রীর নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে অভিনব উদ্যোগ নিলেন বারাসাতের চিকিৎসক সাংসদ। তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে পরিবারের মহিলা সদস্যদের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করার কাজ শুরু করলেন বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সেই মর্মে শুক্রবার সন্ধ্যায় বারাসাত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে বারাসাত পুরসভার ৩৫টি ওয়ার্ডে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীদের নিয়ে একটি কর্মশালা করলেন কাকলি। সেখানে রাজনৈতিক পাঠ শেখানোর পাশাপাশি মহিলা কর্মীদের মহিলাদের সঙ্গে জনসংযোগের বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন। সাংসদের কাছ থেকে রাজনৈতিক পাঠ, তথ্য ও অভিজ্ঞতা পেয়ে ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলা সদস্যদের বোঝানোর বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূলের মহিলা ব্রিগেড। বৃহস্পতিবার চাকলায় কর্মিসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতা, কর্মী, মন্ত্রীদের এলাকায় এলাকায় জনসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দেন। সেক্ষেত্রে তিনি চায়ের দোকানে বসে জনসংযোগ করার নিদানও দেন। দলনেত্রীর নির্দেশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এই অভিনব উদ্যোগ নিলেন। এই প্রসঙ্গে কাকলি জানান, দলনেত্রী জনসংযোগ বাড়াতে বলেছেন, তার নির্দেশকে মাথায় রেখে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রতিটি পরিবারের মহিলা সদস্যদের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে বলেছি। সেখানে গিয়ে যেমন রাজ্য সরকারের উন্নয়ন, নানান প্রকল্পের কথা বলবে তেমনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বঞ্চনা, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলা সহ বিভিন্ন ধর্মের ও জাতির মানুষের উপর গেরুয়া নেতাদের অত্যাচারের কথাও তুলে ধরতে বলেছি। বাংলার বিজেপি কিভাবে রাজ্যের উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে, মিথ্যা অপপ্রচার করছে তাও মহিলাদের জানাতে বলেছি। পাশাপাশি ৩৪ বছর ধরে বামেদের অপশাসন, অত্যাচারের কথাও তুলে ধরতে বলেছি। আর সে জন্যই তাদের রাজনৈতিক পাঠ দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে বারাসাত সাংসদীয় এলাকার পুরসভা, ব্লক ও পঞ্চায়েতের মহিলা তৃণমূল নেত্রীদের নিয়ে এমন আলোচনা ভিত্তিক কর্মশালা করবেন বলে জানিয়েছেন সাংসদ। তিনি আরও বলেন, পুরুষেরা অনেকটাই রাজনৈতিক সচেতন। এবার বাড়ির মহিলাদেরকেও রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করবে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা। মহিলাদের পক্ষেই সম্ভব বাড়ির ভেতরে ঢুকে মহিলাদের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করতে। রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হলেই তারা কেন্দ্রের থেকে তাদের হক আদায় করতে উদ্যোগী হবে। বিরোধীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবে।

বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের টুইট প্রসঙ্গে এড়িয়ে গেলেন শুভেন্দু, সংগঠনের কথা বলতে নারাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট এক নম্বর ব্লক বসিরহাট রেল স্টেশন মাঠে লোকসভা ভোটের বিজেপি নেতাকর্মীর সমর্থকদের নিয়ে কর্মিসভা ছিল। এখানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ও নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী লোকসভা ভোটের জন্য নেতাকর্মীদের সংগঠন বাড়ানোর নির্দেশ দেন। এদিন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হল যে বিজেপি নেতা তথাগত রায় টুইটে লেখেন রাজ্য এত ইস্যু থাকতে বিজেপি কাজে লাগাতে পারছে না, সংগঠনকে দায়ী করছে। এ বিষয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করব না, উনি বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা। এই টুইট রীতিমতো রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বেড়েছে। সোনিয়া গান্ধি ২২ জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধনে যাবেন এই নিয়ে তিনি বলেন, রাম জন্মভূমি মন্দির কমিটি ট্রাস্টকে জিজ্ঞেস করুন। এ বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। এটা বিজেপির সংগঠনের কিছু না এর জন্য আলাদা রাম জন্মভূমি ট্রাস্ট রয়েছে। যারা প্রকৃত হিন্দু তারা যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জালি হিন্দু তাই যাচ্ছেন না। পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এটা পিন্ডি জোট অনেক আগে ইন্ডিপিন্ডি জোট ভেস্তে গেছে।

লাখের বেশি ব্যবধানে দিয়ে অভিষেককে হ্যাটট্রিক করানোর শপথ বজবজ বিধানসভার নেতা-কর্মীদের

বিপ্লব দাশ ● বজবজ

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয়ের হ্যাটট্রিক উপহার দিতে চায় বজবজ বিধানসভার তৃণমূল-কর্মী সমর্থকরা। শনিবার বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত ডোঙারিয়ার রায়পুরে প্রায় হাজার খানেক নেতা-কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল 'লক্ষ্য ২০২৪' রাজনৈতিক কর্মিসভা। সভায় শপথ নেওয়া হল ডায়মন্ডহারবারে ৭টি বিধানসভার মধ্যে বজবজ বিধানসভা থেকে রেকর্ড মার্জিন দেওয়া হবে। হাত তুলে এক লাখের বেশি ব্যবধানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয়ী করার শপথ নেন নেতা-কর্মী-সমর্থকরা। নতুন বছরের প্রথম দিনে দলের জন্মদিনেই কর্মী-সমর্থকদের ভোট প্রচারে নেমে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

কোভিডের টিকা হোক বা উন্নয়নমূলক যে কোনও কাজের ক্ষেত্রে 'ডায়মন্ডহারবার মডেল' রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলেছে। তাই বছর শেষের আগেই শনিবার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে 'লক্ষ্য ২০২৪' রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করল তৃণমূল কংগ্রেস। সম্মেলনের প্রধান দুই বক্তা ছিলেন বজবজের প্রবীণ বিধায়ক অশোক দেব ও বজবজ বিধানসভার পর্যবেক্ষক জাহাঙ্গীর খান। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত দুই পুরসভার পুরপ্রধান, উপ-পুরপ্রধান, পুরপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েতের সমস্ত প্রতিনিধি, দলের সমস্ত স্তরের সাংগঠনিক নেতা ও দলীয় বুথ-অঞ্চল স্তরের কর্মীরা। মঞ্চে সমস্ত বক্তা তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান নিয়ে মানুষের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কীভাবে আগামী চব্বিশের লোকসভা বৈতরণী পার করতে হবে সেই পরিকল্পনা বাতলে দেওয়া হয়। মঞ্চের নীচে থাকা কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বজবজ পুরসভার পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত তৃণমূল দলকে একটি পরিবারের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, মানুষের বিপদে-আপদে পাশে থাকলে মানুষ কাউকে নিরাশ করবে না। তাই মানুষের পাশে থাকতে হবে সর্বক্ষণ।

মঞ্চে প্রধান বক্তা বজবজ বিধানসভার পর্যবেক্ষক তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান মঞ্চে আলো করে থাকা নেতাদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দেন। তিনি বলেন, মঞ্চের নীচে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা দলের সম্পদ। কিন্তু মঞ্চ আলো করে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে দলের কাজ করুন। বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৯০টির বেশি বুথে তৃণমূলের ভোট কেন কম, তাই নিয়েও প্রশ্ন তোলেন জাহাঙ্গীর খান। তিনি আরও বলেন, গত তিনবছর ধরে বজবজ বিধানসভার পর্যবেক্ষক হিসেবে আমার যা অভিজ্ঞতা, তাতে আমার মনে হয় এখানকার মাটি তৃণমূলের ঘাঁটি। তাই নেতা-কর্মী-সমর্থকরা একসঙ্গে কাজ করলে এই বিধানসভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবথেকে বেশি ব্যবধানে জয়ী হবেন।দ এরপরই মঞ্চ ও মঞ্চের নীচে থাকা নেতা-কর্মী-সমর্থকদের হাত তুলে শপথ নেওয়ার কথা বলে তিনি নির্দেশ দেন। তিনি শপথ নিয়ে তৃতীয়বার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক লাখের বেশি ব্যবধানে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী করার কথা বলেন। বর্ষীয়ান বিধায়ক অশোক দেব সকলকে নেত্রীর নির্দেশ মতো মা-মাটি-মানুষের পাশে থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয়ী করার জন্য ময়দানে নেমে পড়ার নির্দেশ দেন।

ধোঁয়াবিহীন চুলা দেবে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: পরিবেশে দূষণের মাত্রা কমাতে বিনামূল্যে ধোঁয়াবিহীন চুলা দেবে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। শুধু তাই নয়, মাঠের খড় পুড়িয়ে দূষণ আটকাতেও এক বিশেষ ধরনে যন্ত্র ব্যবহার করে এক ধরনের ঘুটা তৈরি করা হবে। যা কম ধোঁয়া সম্পন্ন উন্নত মানের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এই পদ্ধতিটি এখনো পরীক্ষামূলক জায়গায় রয়েছে। তবে চুলা ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শনিবার মধ্যমগ্রাম পরিবেশ সচেতনতা মেলায় এসে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। সেক্ষেত্রে মধ্যমগ্রাম পুরসভা এলাকায় গ্যাস ব্যবহার করেন না এমন পরিবারকে এই বিশেষ ধরনের চুলা দেওয়ার জন্য তালিকা তৈরি করতে বলেছেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র। তিনি আরও বলেন, বহু মানুষ বাড়তে থাকা গ্যাসের ব্যয়ভার বহন করতে পারছেন না, তাদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ধোঁয়া বিহীন চুলা দেওয়া হবে। এই চুলায় আগুন যেমন বেশি হবে তেমনি ধোঁয়ার পরিমাণ হবে খুবই নগন্য। ১৮ তম পরিবেশ সচেতনতা মেলা ২০২৩ এর উদ্বোধনে এসে এমনই মন্তব্য করেন তিনি। প্রসঙ্গত, মধ্যমগ্রাম পুরসভার পরিচালনায় ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ৩ জানুয়ারি ২০২৪ এই পাঁচ দিন মধ্যমগ্রাম চৌমাথার সুভাষ ময়দানে চলবে এই মেলা। শনিবার মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র, মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, বারাসাতের পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, পানিহাটির পুরপ্রধান মলয় রায়, নব ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান প্রবীর সাহা সহ অন্যান্যরা। পরিবেশ সচেতনতা মেলার প্রতিদিনই থাকবে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশিষ্ট নামজাদা শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠান। থাকবে নানা প্রতিযোগিতা।

বোমাবাজিতে উত্তপ্ত ভেটাগুড়ি, ফের উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, তত উত্তপ্ত হচ্ছে জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি। একের অপরের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি তৃণমূল-বিজেপির। এবার বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। জেলার দুষ্কৃতীরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছত্রছায়ায় আছে বলে দাবি করলেন তিনি। শনিবার ভেটাগুড়িতে তৃণমূল পার্টি অফিস খোলা হয়। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের অত্যাচারে এই পার্টি খোলা যায়নি বলে দাবি তৃণমূলের। সেই দলীয় কার্যালয় খোলার অনুষ্ঠানে এসেই কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। জেলা বিজেপি নেতৃত্বের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে লক্ষ্য করে তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'ভেটাগুড়িতে গুন্ডামি, মাস্তানি করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। সেই বাড়িতে পুলিশকে তল্লাশি চালাতে দিলে সব বের হবে।'

প্রসঙ্গত, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাসস্থান ভেটাগুড়িতে বিজেপির দাপটে ভেটাগুড়ি -১ ও ভেটাগুড়ি -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি পার্টি অফিস খুলতে পারছিল না তৃণমূল বলে দাবি। সামনে লোকসভা নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে এখনই জমি পুনরুদ্ধার না করলে লোকসভা নির্বাচনে ভেটাগুড়ির দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ভালো ফল হবে না তৃণমূলের বলে আশঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে কর্মীদের মনোবল বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা ওই পার্টি অফিস দুটি খোলার সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

দৃষ্টি'র নাট্যোৎসবের সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: শেষ হল দত্তপুকুর 'দৃষ্টি' নাট্য সংস্থার তিন দিন ব্যাপী চলা নাট্যোৎসব ২০২৩। দত্তপুকুরের নিবাধুই মান্নাপাড়ায় দৃষ্টি'র নিজস্ব শিল্পশালা'য় গত ২৮ ডিসেম্বর এই নাট্যোৎসবের সূচনা করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বরা। ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা ৩ দিনের এই নাট্যোৎসবে মোট ৬টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাট্যদলের কর্ণধার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানান, ১৯৯০ সাল থেকে পথচলা শুরু করেছিল দৃষ্টি। চড়াই উতরাই এর মধ্যেও ধারাবাহিক নাট্যচর্চা ও নাট্যোৎসব চলে এসেছে বছরের নিয়ম মেনেই। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়া ও ওটিটিকে উপেক্ষা করেও মানুষ নাট্যচর্চা করছে ও নাটক দেখতে আসছে। তাই আমাদের মতো নাট্যকর্মীদের নাটকের প্রতি আরও দায়বদ্ধতা বাড়ছে।

দিদি নিজেই চান না, বাংলায় কংগ্রেস-তৃণমূল জোট নিয়ে বিস্ফোরক অধীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: রাজ্যে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের জোট হচ্ছে? এই নিয়ে আপাতত জলঘোলা বাংলার রাজ্য-রাজনীতি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বামেদের সঙ্গে জোট নিয়েই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করেছেন।একবার নয়, বারেবারে সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর বক্তব্যে। তবে জল তখনই ঘোলা হয়েছে যখন কংগ্রেসের পর পর তিনবারের সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরি ওরফে ডালু বলেছেন, 'বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গেই জোট চাই।' এর মধ্যেই আবার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য অধীরের। তাঁর সাফ কথা, কে সঙ্গে এল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কংগ্রেস। তাঁর অভিযোগ, জোট চান না মমতা। অধীরের দাবি, কারোর মুখাপেক্ষী নয়, একা লড়ার ক্ষমতা রাখে কংগ্রেস।

শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে জোট নিয়ে মন্তব্য করেন অধীর। একই সঙ্গে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করেন। এদিন স্পষ্ট বলেছেন, বাংলায় কংগ্রেস নিজের মতো লড়ছে। তৃণমূলও নিজের মতো লড়ছে। অধীর বলেছেন, আমরা আমাদের মতো চলছি। কে এল গেল তার ধার-ধারি না। এই মুর্শিদাবাদে তৃণমূল-বিজেপি'কে একবার নয় বারবার হারিয়েছি। আবার হারাব। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল-কংগ্রেস জোট করে লড়বে কি না সে প্রসঙ্গ উত্তর দিতে গিয়ে কংগ্রেস সাংসদের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার নষ্ট করে দিয়েছেন জোটের প্রসঙ্গ। বলেছেন, দিদি নিজেই জোট চায় না। কারণ তাঁর জোট করলে অসুবিধা আছে। আগেও বলেছি যেখানে কংগ্রেসের নিজের ক্ষমতা রয়েছে সেখানে কংগ্রেস লড়বে।

ড্রেনের কাজ নিম্নমানের হওয়ায় ব্যাপক ক্ষোভ আরামবাগের চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার আরামবাগের মায়াপুর -২ পঞ্চায়েতের বামসা ও গড়বাড়ি সহ একাধিক এলাকায় নিকাশি ড্রেনের কাজ চলছে। স্থানীয় চাষিদের অভিযোগ কাজ যেভাবে হচ্ছে তাতে মাঠের জমা জল নির্মীয়মাণ ড্রেন দিয়ে বের হতে পারবে না। শনিবার বামসা এলাকায় ড্রেন নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে নিকাশি ড্রেন তৈরির কাজ চলছে। গত কয়েকদিন ধরেই মায়াপুর -২ পঞ্চায়েতের বামসা এলাকার চাষিরা গত বৃহস্পতিবার কাজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন। সেই সময় সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। শনিবার নতুন করে কাজ শুরু হলে উত্তেজনা চরম আকার নেয়। চাষিরা কাজ বন্ধ করে দেন। পরিকল্পনামাফিক কাজ করার দাবি তোলেন। স্থানীয় চাষি রামকুমার চক্রবর্তী বলেন, এখানে নিকাশি ড্রেন তৈরির কাজ ঠিকভাবে হচ্ছে না। কাজের মানও নিম্নমানের। কাজের মধ্যে কোনও পরিকল্পনা নেই। যেভাবে কাজ হচ্ছে তাতে মাঠের জল মাঠেই জমে থাকবে। গত বৃহস্পতিবারেও ঠিকাদার সংস্থাকে ঠিকভাবে করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই কথা শোনা হয়নি। এদিন আবার ঢালাইয়ের কাজ শুরু হলে এলাকার চাষিরা কাজ বন্ধ করে দেন। পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা এখানে এসে সমস্যাটি কি তা জানার প্রয়োজন বোধ করেনি। অপরদিকে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য চিত্তরঞ্জন বাগ অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে বলেন, গ্রামবাসীরা যে অভিযোগ করছে তার সত্যতা আছে। মিস্ত্রি ও ঠিকাদারদের ভুল আছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার জানান, কাজ নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সবমিলিয়ে ড্রেনের কাজ নিম্নমানের হওয়ায় ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ চাষিদের।

গোজু-রিও ক্যারাটের শীতশিবির চাঁদিপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, চাঁদিপুর: পূর্ব ভারতের বুডো অ্যাকাডেমি অফ ক্যারাটে-ডো এবং ইন্টারন্যাশনাল মেইবুকান গোজু- রিও ক্যারাটে সংস্থার 'ফুয়ুমিচি' শীতকালীন ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির ও বেল্ট গ্রেডিং পরীক্ষা আয়োজিত হল ২৫ থেকে থেকে ২৮ ডিসেম্বর ওড়িশার চাঁদিপুরে।

এই ফুয়ুমিচি বা শীতকালীন শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে প্রতি বছর পূর্ব নির্ধারিত বিভিন্ন স্থানে। হাওড়া, মন্দারমণি এবং পুরুলিয়ার পর এই বছর রাজ্যের বাইরে এই শিবির আয়োজিত হল। কলকাতা, হাওড়া, রানাঘাট শাখার বুডো অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়ার তিনজন প্রশিক্ষক সহ মোট ৩০ জন ছাত্র-সদস্য এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে। সমগ্র শিবির পরিচালনা করেন ক্যারাটে প্রশিক্ষক সেনসি সমরজিৎ মল্লিক। অনুষ্ঠানে সকল যোগদানকারীকে অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে ট্র্যাকসুট দিয়ে বরণ করা হয়। এই বছর জাপানের সেইকেন-কাই ক্যারাটে সংস্থার দক্ষিণ এশীয় প্রধান শিহান সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায় অতিথি প্রশিক্ষক হিসাবে শিবিরে উপস্থিত থাকেন এবং ফুলকন্ট্যাক্ট ক্যারেটের প্রশিক্ষণ দেন।

শিবিরে জাপানি মার্শাল আর্ট শিক্ষার খুঁটিনাটি যেমন কিহন (বেসিক), দাচি (পদক্ষেপ), কাতা (ফর্ম), কুমিতে (কমব্যাট), কোবুডো (হাতিয়ার শিক্ষা) এবং রেফারি শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিহান সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায় সমুদ্রতটে জাপানি ফুলকন্ট্যাক্ট ক্যারাটে এবং আধুনিক জাপানি সাবাকি ক্যারাটের বিশেষ কলা কৌশল প্রশিক্ষণ দেন। অনুশীলন শেষে নিঃশুল্ক কিউ বেল্ট গ্রেডেশন পরীক্ষা- প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থী শ্রীময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋষভ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুভম তরফদার, গোপাল মজুমদার অসাধারণ দক্ষতায় সফল ভাবে উত্তীর্ণ হন পরীক্ষায় এবং 'ডাবল প্রমোশন' পেয়ে পুরস্কৃত হন।

শিবির শেষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের অভিজ্ঞানপত্র এবং সকল প্রশিক্ষককে স্মারক দিয়ে সংবর্ধিত করেন শিহান সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সকল সদস্যের ধ্বনিভোটে সংস্থার নব নির্বাচিত সচিব নিযুক্ত হন সেনসি সমরজিৎ মল্লিক, শ্রী অভিজিৎ সরকার প্রশিক্ষক এবং সহকারী প্রশিক্ষক নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীময়ী এবং ঋষভ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সায়োনারা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল করতালির মাধ্যমে শিবিরের সমাপ্তি ঘোষণা।

চালুর আগেই তৈরির চার বছরেই ধসল আইসিডিএস কেন্দ্রের ছাদ

নিম্নমানের সামগ্রীর অভিযোগ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চালু হওয়ার আগেই ধসে পড়ল নবনির্মিত আইসিডিএস কেন্দ্রের ছাদ। দিন কয়েক আগেই বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের ময়রা গ্রামের নবনির্মিত ওই আইসিডিএস কেন্দ্রের ছাদ ধসে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বছর চারেক আগেই ওই আইসিডিএস কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছিল। তৈরির সময়েই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলে ওই আইসিডিএস ভবনে শিশুদের পাঠাতে অস্বীকার করেছিলেন স্থানীয় অভিভাবকরা। ফলে ভবনটি তৈরির পরও তা শুরু করা যায়নি বলে দাবি।

বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের ময়রা গ্রাম সম্পূর্ণ আদিবাসী অধ্যুষিত। দীর্ঘদিন ধরেই এই গ্রামে একটি আইসিডিএস কেন্দ্র চলে আসছে। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে আইসিডিএস কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয় সরকারি তরফে। একশো দিনের কাজের প্রকল্পে ২০১৯ - ২০২০ অর্থবর্ষে একটি পাকা ভবন তৈরি করা হয়। কিন্তু ভবনটি তৈরির সময়ই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। কিন্তু সে সময় প্রশাসন স্থানীয়দের সে অভিযোগে কান দেয়নি বলে দাবি। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি ওই ভবন যে কোনওদিন ধসে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় সেখানে শিশুদের পাঠাতে অস্বীকার করেন স্থানীয় অভিভাবকরা। ফলে নবনির্মিত ওই ভবনে ওই আইসিডিএস কেন্দ্রটি চালুই করা যায়নি বলে দাবি।

এদিকে নির্মাণের চার বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি এই ভবন ধসে পড়ায় স্থানীয়দের আশঙ্কাই সত্যি হল। এই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও স্থানীয়দের দাবি, নির্মাণের সময়ই নির্মাণ সামগ্রীর মান নিয়ে প্রশাসন নজর দিলে এমন ঘটনা ঘটত না। বিজেপির দাবি, শাসকদলের নেতাদের সঙ্গে প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাংশ কাটমানি আর দুর্নীতিতে যুক্ত থাকাতেই এমন ঘটনা ঘটল। বিজেপির দাবি নস্যাৎ করেছে তৃণমূল। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির দাবি, গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পর্যটন মেলা শেষে ঝাঁটা হাতে আবর্জনা পরিষ্কার পুরপ্রধানের

শুধু ছবি তোলার জন্য নাটকবাজি, কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বিষ্ণুপুর পর্যটন মেলা শেষ হয়েছে শুক্রবার। শনিবার সকালে মেলা চত্বর সাফাই অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সহ কাউন্সিলররা। এদিন সকাল থেকে বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ঝাঁটা হাতে কাউন্সিলরদের নিয়ে বিষ্ণুপুর মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সকাল থেকে বিষ্ণুপুর মেলা প্রাঙ্গণের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পড়ে থাকা পাতা, নোংরা, আবর্জনা সাফাই করা হয়। এই সাফাইয়ের মধ্যে দিয়ে বিষ্ণুপুরবাসীকে শহরকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা দিলেন বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম গোস্বামী।

চেয়ারম্যানের এই কর্মকাণ্ডকে কটাক্ষ করে বিজেপি বিষ্ণুপুর সংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস জানান, ছবি তোলার জন্য ঝাঁটা হাতে নিয়েছেন। ছবি তোলা শেষ হয়ে গিয়েছে ঝাঁটা ফেলে দিয়েছেন, চেয়ারম্যান কাউন্সিলররা ঝাঁটা হাতে নিয়ে কেন বেরবেন। তবে মানুষ ট্যাক্স কেন দিচ্ছে! তিনি দাবি করেন, তাঁর মনে হয় চেয়ারম্যান, কাউন্সিলরদের প্রতিদিন ঝাঁটা, কোদাল, বেলচা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত, বিষ্ণুপুরে যে পরিমাণে আবর্জনা স্তূপে পরিণত হয়েছে, তাঁরা মাথায় করে সমস্ত কিছু নিয়ে গিয়ে বাইরে ফেলুন, সেটা যদি করেন তবে সেদিন সত্যি বাহবা দিতে হবে। আজকে শুধুমাত্র ছবি তোলার জন্য নাটকবাজি করেছেন, খবরে আসার জন্য তাঁর এই কাজ।

শুশুনিয়া পাহাড়ে বেড়াতে এসে দুর্ঘটনা

হোটেলের দোতলার জানলা থেকে পড়ে গুরুতর আহত পাঁচ বছরের শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শুশুনিয়া পাহাড়ে বেড়াতে এসে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটল। হোটেলের দোতলার ঘরের জানালা থেকে নীচে পড়ে গুরুতর আহত হল পাঁচ বছরের এক শিশু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই শিশুকে প্রথমে ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরে তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। পর্যটক দলটি এই ঘটনার জন্য দায়ী করেছে হোটেল কর্তৃপক্ষকেই।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার পর্যটকদের একটি দল শুশুনিয়া পাহাড়ে বেড়াতে আসে। ওই দলে বেশ কয়েকটি শিশু ছিল। পর্যটক দলটি পাহাড় লাগোয়া একটি বেসরকারি হোটেলে ওঠে। গতকাল সন্ধ্যার আগে পর্যটক দলে থাকা শিশুরা যখন খেলছিল, সেই সময় বিহান দাস নামের বছর পাঁচেকের একটি শিশু জানলার রেলিংয়ে কোনও ভাবে হেলান দিলে রেলিং সহ শিশুটি দোতলা থেকে নীচে পড়ে যায় বলে অভিযোগ। বিষয়টি পর্যটকদলের অন্যান্যদের নজরে আসতেই গুরুতর আহত শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ও পরে কলকাতার একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পর্যটক দলটির দাবি, যে জানালায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানে রেলিংটি শুধু আলতো করে রাখা ছিল। তাই হালকা ছোঁয়া লাগতেই তা পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর শিশুটির চিকিৎসারও কোনও ব্যবস্থা করেনি হোটেল কর্তৃপক্ষ। স্বাভাবিক ভাবে এই ঘটনার জন্য হোটেল কর্তৃপক্ষকে কাঠগড়ায় তুলে কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে পর্যটক দলটি।

বিরোধী সদস্যার কথায় এলাকার সমস্যা পরিদর্শনে তৃণমূল প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডালের মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজোড়া জেকে, রোপোয়েজের সংসদ নম্বর ৯-এর সিপিএম সদস্যা তাঁর সংসদীয় এলাকার সমস্যার কথা বলতেই অণ্ডাল থানার মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকার সমস্যা খতিয়ে দেখলেন শনিবার। প্রধানের তৎপরতায় খুশি পঞ্চায়েত সদস্যা। পঞ্চায়েত সদস্যা সুজাতা দেবী জানান, এলাকায় শৌচালয় থেকে নিকাশিনালার সমস্যা রয়েছে। প্রধান নিজেই এসে এলাকার সমস্যা খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি সমস্যার সব রকমের কথা শোনেন তিনি।

এর আগে বিরোধী দলের জয়ী প্রার্থীদের কোনও কথা শোনা হচ্ছে না বলে বহু এলাকায় অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। ওই অভিযোগের বিপরীত চিত্র এদিন উঠে আসে মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। শাসকদলের পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, বিরোধীরা বিরোধীদের কথা বলবেন। এই এলাকার বিরোধী সদস্যা ভালো। ওনার এলাকায় যে সমস্যাগুলি রয়েছে, সেই সব কাজ এবং সমস্যাগুলি খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করা হবে।

হাইস্কুলে সুবর্ণজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার সাঁওতালডি থার্মাল প্ল্যান্ট উচ্চ মাধ্যমিক হাইস্কুলে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন হল শনিবার। এদিন সকালে পতাকা উত্তোলন করার পর বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়। মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌমেন বেলথরিয়া, পারা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপক কুম্ভকার সহ বহু বিশিষ্টজনেরা। এদিন বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সেতুর রঙ বদলে রাজনীতি নীল-সাদা থেকে সাদা-কালো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে রাতারাতি বদলে গেল জাতীয় সড়কে সেতুর রঙ। সেতুর নীল-সাদা রঙ বদলে করা হল সাদা-কালো। এই রঙ বদলে লেগেছে রাজনীতির রঙ। সেতুর বারংবার এই রঙ বদল না করে বেহাল সড়কের হাল ফেরালে মানুষ উপকৃত হত বলে দাবি পথচারীদের।

৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বাঁকুড়া শহর লাগোয়া গন্ধেশ্বরী নদীতে রয়েছে একটি সেতু। এই সেতুর বয়স বেশ পুরনো। ২০১১ সালের আগে এই সেতুর রেলিংয়ের রঙ ছিল সাদা-কালো। ২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদলের পর আর পাঁচটা সরকারি নির্মাণের মতোই রঙ বদলেছিল এই সেতুরও। ২০১১ সালে নীল-সাদা রঙে সেজে ওঠা ওই সেতুতে গত ১২ বছরে বেশ কয়েকবার একই রঙের প্রলেপ পড়েছে। তবে সম্প্রতি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ওই সেতুর ওপরের রাস্তায় সংস্কারের কাজ করার পর সেতুর নীল-সাদা রঙ মুছে সেখানে সাদা কালো রঙ করতে শুরু করে।

আর এই ঘটনায় লাগতে শুরু করে রাজনীতির রঙ। বিজেপির দাবি, সমস্ত বিধি ভেঙে এতদিন রাজ্যের সরকার সর্বত্র নীল-সাদা রঙ করে মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে গিয়েছে। সেই নীল-সাদা মুছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এখন বিধিসম্মত রঙ করতে উদ্যোগী হয়েছে। তৃণমূলের অবশ্য দাবি, বিজেপি রঙের রাজনীতি করে। তৃণমূল উন্নয়নের রাজনীতি করে। এই সব রাজনৈতিক কচকচানি থেকে দূরে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের দাবি, বারংবার রঙ বদলের নামে সরকারি অর্থের অপচয় না করে, সেই টাকায় জেলার বেহাল সড়কগুলির হাল ফেরাতে উদ্যোগী হোক সরকার। সেতুর এই রঙ বদল নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য মেলেনি। তবে সূত্রের খবর, পথ দুর্ঘটনা এড়াতে নীল-সাদার তুলনায় সেতুতে কালে-সাদার রঙ অনেক বেশি কার্যকর। সেই যুক্তিতেই রঙ বদল করা হচ্ছে সেতুর।

৮৮টি মোবাইল উদ্ধার, হারানো ফোন পেয়ে খুশি অভিযোগকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তদন্তে নেমে হারিয়ে যাওয়া ৮৮টি মোবাইল উদ্ধার করে মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল পুলিশ। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে ‘প্রত্যার্পণ’ কর্মসূচি।

শনিবার বর্ধমানের পুলিশ লাইনের অডিটরিয়ামে এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ৩৫ জন মোবাইলের মালিকের হাতে তাঁদের হারিয়ে যাওয়া ফোন তুলে দেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কল্যাণ সিংহ রায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কল্যাণ সিংহ রায় জানিয়েছেন, মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন থানায় দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের একটি স্পেশাল টিম রয়েছে, যারা তদন্ত শুরু করে। যারা মোবাইল ফোন হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তাঁদের জন্য ওই টিম মোবাইল ফোন পুনরুদ্ধার করার জন্য তদন্ত শুরু করে। মোবাইল ফোনের মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের সচেতন করা হয়।

দৈনন্দিন জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হয়ে উঠেছে মোবাইল ফোন। তাই অসাবধানতার কারণে তাঁরা যাতে আবার হারিয়ে না ফেলেন, সেই বিষয়ে সজাগ থাকার কথা বলা হয়। হারিয়ে যাওয়া ফোন ফিরে পেয়ে খুশি মোবাইলের মালিকরা। তাঁরা তাঁদের মোবাইল ফোন হাতে পেয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সারণা ধর্মের পৃথক কোডের দাবিতে ভারত বনধে পরিবহণ ক্ষেত্রে প্রভাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সারণা ধর্মের জন্য পৃথক লাগুর দাবিতে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকা ১২ ঘণ্টা ভারত বনধে পরিবহণ ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়ল বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে। শনিবার সকাল থেকে সিমলাপাল-রাইপুর রুটে বাস চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ।

এদিন সকালে বাঁকুড়া গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখা গেল বিষ্ণুপুর ও দুর্গাপুর রুটের বাসগুলি যাতায়াত করলেও, জেলার জঙ্গলমহলগামী সব কটি বাস সার সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চরম সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। বেসরকারি সংস্থার কর্মী মানস সরকার পুরুলিয়ার মানবাজার যাওয়ার জন্য এসেছিলেন। তাঁর দাবি, ‘বনধের খবর জানা ছিল না, এখন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে শুনছি আদিবাসীদের ডাকা বনধের কারণে বাস চলাচল বন্ধ। এই অবস্থায় চরম সমস্যায় পড়লাম।’

বাস শ্রমিক মৃণাল মণ্ডলের দাবি, ‘এই ধরনের বনধে রাস্তায় বেরনো যাত্রীরা তো অসুবিধায় পড়েইছেন, অসুবিধায় রয়েছি আমরাও। ‘নো ওয়ার্ক নো পে’-র ভিত্তিতে আমরা কাজ করি। ফলে এভাবে কাজ বন্ধ থাকলে সংসারে টান পড়বে। এই অবস্থায় সমস্যা সমাধানে সরকারি উদ্যোগে আলোচনা করে সমস্যা সমাধান করা উচিত।’

সাঁওতালডিহির ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে শ্রমিক সংগঠনগুলির আন্দোলনে মৃতের ছেলের চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের সাঁওতালডিহির ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে বাড়ি থেকে মোটর বাইকে করে কাজ করতে আসার পথে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয় শুক্রবার। মৃত ওই শ্রমিকের নাম গৌরীনাথ বাউরি।

জানা যায় শুক্রবার সকালে গৌরীনাথবাবু মোটর বাইকে করে ঝাড়খণ্ডের বাড়ি থেকে পুরুলিয়ার সাঁওতালডিহির ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে কাজ করতে আসছিলেন। রাস্তায় তাঁর মোটর বাইক সহ তাঁকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাঁর পরিবারে খবর জানালে আত্মীয়রা ছুটে আসেন। তবে শারীরিক অসুস্থতা না দুর্ঘটনা, কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে ওই শ্রমিকের তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এরপরই পরিবারের লোকজন সহ কারখানার কর্মীরা ও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলি একত্রিত ভাবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে ভোজুডি কোল ওয়াসারির গেটের সামনে মৃত শ্রমিকের দেহ ফেলে রেখে গভীর রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখান। অবশেষে আন্দোলনের জেরে ওই মৃত শ্রমিকের ছেলেকে চাকরি দেওয়া হলে শনিবার মৃত শ্রমিকের দেহটি পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে সিটু নেতা দীপক মাহাত জানান, মৃত ওই শ্রমিকের পাশে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে আন্দোলন করায় তাঁর বড় ছেলে পার্থ বাউরিকে কর্তৃপক্ষ চাকরি দিতে বাধ্য হয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য করার আশ্বাসও দিয়েছে।

৩ বছরেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম আহিকার

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

মাত্র তিনবছর এক মাস বয়সে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে তাক লাগাল বাঁকুড়ার কন্যা। প্রত্যেক বাবা-মায়ের স্বপ্ন থাকে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। কিন্তু একেবারেই ছোটবেলায় মেয়ে সেরার শিরোপা পাবে এতে তো মা বাবার গর্ব হবেই। এরকমই এক দৃষ্টান্তের সাক্ষী থাকল বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের পাঁজকোনা গ্রামের শিশুকন্যা আহিকা নন্দী।

বাবা তোতন নন্দী এবং মা শিউলি নন্দীর তিন বছর একমাসের সন্তান আহিকাকে নিয়ে বসবাস ইন্দাস ব্লকের আমরুল অঞ্চলের পাঁজকোনা গ্রামে। আহিকার মা শিউলি দেবী জানান, ছোটবেলা থেকেই সে মন্ত্র উচ্চারণ থেকে শুরু করে ছড়া, কবিতা সবকিছু শুনে শুনে মনে রেখে দিত এবং পরে অনায়াসে বলতেও পারত। সে ইংরেজি সমস্ত মাসের নাম থেকে শুরু করে পতাকার ছবি দেখে সমস্ত দেশের নাম অনর্গল বলে দিতে পারে। আহিকার এই দক্ষতা দেখে তার মা শিউলি দেবী যোগাযোগ করেন ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের সঙ্গে। তারা আহিকার সমস্ত কিছু বলতে পারা বা লিখতে পারার দক্ষতার প্রমাণ চেয়ে পাঠায়।

তাদের কথা মোতাবেক সবকিছু পাঠানো হলে, তারা ইমেলের মাধ্যমে ‘ইন্ডিয়া বুকস অফ রেকর্ডসে’ কুড়িটা বিভাগে আহিকার মনোনীত হওয়ার কথা জানান। বৈধ নথিপত্র এবং মেয়ের এই ধরনের প্রতিভার প্রমাণ দিয়ে অবশেষে অর্জন করে এই খ্যাতি। কিছুদিন আগেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের এই শিরোপা এসে পৌঁছয় আহিকার পাঁজকোনা গ্রামের বাড়িতে।

আর এই খবর পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই রীতিমতো উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। এরকম এক শিশুকন্যার জন্য খুবই গর্ব অনুভব করছেন পাঁজকোনা গ্রামের নন্দী দম্পতি।

অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনার দিনই

ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে মোদিকে বিঁধলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর: অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনার দিনই ভারতীয় রেলের ভাড়াবৃদ্ধি, বেসরকারিকরণ এবং পরিষেবা নিয়ে মোদি সরকারকে তোপ দাগলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। সম্প্রতি দেশের বেশকিছু স্টেশনে প্রধানমন্ত্রীর ছবি-সহ সেলফি স্ট্যান্ড তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে রেল। সেটাকেও কটাক্ষ করলেন রাহুল। তিনি বলছেন, সাধারণ মানুষ সস্তায় ভালো পরিষেবা চান। শাহেনশার সঙ্গে ছবি নয়।

মোদি সরকারকে তোপ দেগে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে রাহুলের পোস্ট, গরিবো কি সওয়ারি অর্থাৎ গরিবের যোগাযোগের মাধ্যম রেলের সব শ্রেণির ভাড়া বাড়িয়েছে ভারতীয় রেল। সিনিয়র সিটিজেনদের ভাড়ায় যে ছাড় দেওয়া হত, সেটা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। প্লাটফর্ম টিকিটের দামও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে খুলে দেওয়া হয়েছে রেলের বেসরকারিকরণের রাস্তা।

রাহুলের প্রশ্ন, সাধারণ মানুষের পকেট থেকে যে টাকা সরকার শুষে নিচ্ছে, সেটা কী কাজে লাগছে? আম জনতার কষ্টার্জিত টাকা কি শুধু সেলফি জোন তৈরির জন্য খরচ হচ্ছে? এই দেশের মানুষ কী চায়? কম খরচে ভালো পরিষেবা চায় নাকি শাহেনশার সঙ্গে সেলফি চায়? রাহুল একা নন, রেল স্টেশনে এই সেলফি পয়েন্ট তৈরি নিয়ে আগে মোদিকে বিঁধেছেন মল্লিকার্জুন খাড়গেও। তাঁর দাবি, করদাতাদের টাকায় সেলফি পয়েন্ট খোলাটা শুধু টাকা নষ্ট।

এই মুহূর্তে দেশজুড়ে ৩২টি রুটে চলেছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। শনিবার অত্যধুনিক অথচ 'সস্তায় পুষ্টিকর' অমৃত ভারত এক্সপ্রেসেরও সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। অযোধ্যায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ভারতীয় রেল এখন চকচকে, ঝকঝকে এবং আধুনিক। ঠিক সেই দিনই রেলের আরেকটা দিক তুলে ধরলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি।

চায়ের দোকানে ট্রাক ঢুকে পিষে দিল ৫ তীর্থযাত্রীকে

চেন্নাই, ৩০ ডিসেম্বর: ভয়াবহ দুর্ঘটনা তামিলনাড়ুর পুদুকোট্টাই জেলায়। একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ল পথের ধারের চায়ের দোকানে। সেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অন্তত ৫ জনের। আহত ১৯। শনিবার কাকভোরের এই দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

জানা যাচ্ছে, শবরীমালা মন্দিরে আসা তীর্থযাত্রীরা ওই দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকাই ট্রাকটি দোকানে ঢুকে পড়ে। পাশাপাশি দোকানের পাশে পার্ক করা একটি গাড়ি ও কয়েকটি বাইকেও ধাক্কা মারে সেটি।

প্রাথমিক তদন্ত থেকে জানা গিয়েছে, আরিয়ালুর থেকে শিবাগাঙ্গাই যাচ্ছিল ট্রাকটি। ওই ট্রাকে সিমেন্ট ব্যাগ ছিল। মনে করা হচ্ছে, চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাই আচমকাই সেটি ঢুকে পড়েছিল চায়ের দোকানে। ফলে মুহূর্তেই তা পিষে দেয় দোকানে উপস্থিত তীর্থযাত্রীদের। সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ সেটাই কিনা তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

চিনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হলেন নৌসেনা প্রধান ডং জুন

বেজিং, ৩০ ডিসেম্বর: চিনের নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হলেন সেদেশের প্রাক্তন নৌসেনা প্রধান ডং জুন। শুক্রবার তাঁকে এই পদে নিযুক্ত করেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। গত চার মাস ধরে বেপাত্তা প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লি শাংফু। দু'মাস আগেই কোনও ব্যাখ্যা ছাড়া তাঁকে এই পদ থেকে অপসারিত করা হয়।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, বিশ্বে চিনের আধিপত্য আরও বাড়িয়ে তুলতে মরিয়া জিনপিং। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে সামরিক বাহিনীকে উন্নত করা হচ্ছে। তাই চিনের আইন প্রণেতারা ডং জুনকে নিয়োগ করেছেন। বেজিং চায়, নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দ্রুত পিপলস লিবারেশন আর্মির মুখ হয়ে উঠুন। গণমাধ্যম ও সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার দায়িত্ব সামলান। তাঁর প্রধান কাজ হবে, মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। যাতে তাইওয়ান ও দক্ষিণ চিন সাগরে সংঘাতের আশঙ্কা কম হয়।

জানা গিয়েছে, পিপলস লিবারেশন আর্মির নৌবাহিনীর প্রধান হওয়ার আগে ডং জুন ২০২১ সালে পূর্ণ জেনারেল হওয়ার আগে ইস্ট সি ফ্লিটের ভাইস কমান্ডার ছিলেন। তিনি সাউদার্ন থিয়েটার কমান্ডেরও ভাইস কমান্ডার ছিলেন। সিঙ্গাপুরের এক অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ লি মিংজিয়াং বলেন, ডং চিন ও আমেরিকার সামরিক বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন। দুই বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি তৈরি হলেও তিনি তা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

উল্লেখ্য, গত ২৫ অগস্ট থেকে নিখোঁজ কমিউনিস্ট দেশটির প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লি শাংফু। শোনা গিয়েছিল, অসুস্থতার দোহাই দিয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও বাতিল করে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল জিনপিং প্রশাসন। তার পর তাঁকে মন্ত্রিসভার সমস্ত পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই থেকে এই পদটি শূন্য ছিল। এবার নতুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পেল বেজিং।

পাকিস্তানে মেয়েদের স্কুলে আগুন দিল জঙ্গিরা

ইসলামাবাদ, ৩০ ডিসেম্বর: পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে, লাকি মারওয়াত জেলার বান্নুর কোটকা মামবাতি বারাকজাই এলাকায় বালিকাদের জন্য সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রাখা বিজ্ঞান পরীক্ষাগার এবং সরঞ্জামগুলিতে সন্ত্রাসীরা আগুন দিয়েছে। এই স্কুলটি মিরিয়ান তহসিলে অবস্থিত।

এক পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে, ল্যাবরেটরি এবং স্টাফ রুম পাশাপাশি আসবাবপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ধ্বংস করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা সোলার পাওয়ার সিস্টেম এবং অন্যান্য জিনিসপত্রও নিয়ে গেছে। স্কুলের গেটে সাঁটানো হয়েছে হুমকিমূলক চিঠি। এতে স্কুল খুললে মারাত্মক পরিণতি ভোগ করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। শীতকালীন ছুটির কারণে এলাকার সব স্কুল বন্ধ।

কর্মী নেই বলে বাতিল বিমান!

এয়ার ইন্ডিয়ার চরম অব্যবস্থায় যাত্রী হয়রানি

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর: পর্যাপ্ত সংখ্যায় কর্মী না থাকায় বাতিল করে দেওয়া হল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। যার ফলে মাঝরাতে বিমানবন্দরে চরম হেনস্থার শিকার হলেন যাত্রীরা। অভিযোগ, অন্য কোনও বিকল্প বিমানের ব্যবস্থাও করা হয়নি তাঁদের জন্য।

বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে দিল্লি থেকে পুণের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-১৮৫১ বিমানটির। কিন্তু অভিযোগ, রাতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে আচমকা বিমান বাতিলের ঘোষণা করে দেওয়া হয়। যাঁরা পুণে যেতে চেয়েছিলেন, কী ভাবে তাঁরা সেখানে পৌঁছবেন, তা-ও বলে দেওয়া হয়নি। ছিল না কোনও বিকল্প ব্যবস্থা। এমনকী, বিমান সংস্থার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত পুণের আর কোনও বিমান তাঁদের কাছে নেই। অনেক যাত্রীকে ওই রাতে দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে হোটেলের বন্দোবস্ত করতে হয়। জনৈক যাত্রী ময়ঙ্ক সোনি তাঁর স্ত্রী এবং তিন বছরের সন্তানকে নিয়ে দিল্লি থেকে পুণে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'রাত ৯টা ২০ মিনিট নাগাদ যাত্রীরা কয়েক জন গিয়ে বিমানবন্দরের কর্মীদের কাছে জানতে চান, কখন তাঁদের বিমানে তোলা হবে। উত্তরে জানা যায়, শীঘ্রই বিমানের দিকে এগোতে বলা হবে যাত্রীদের। এর পরে আরও আধঘণ্টা কেটে যায়। পেরিয়ে যায় বিমান রওনা দেওয়ার নির্ধারিত সময়। যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। তাঁদের জানানো হয়, বিমানে পর্যাপ্ত কর্মী নেই। সেই কারণে ছাড়তে দেরি হচ্ছে। ১০টা ৪৫ মিনিটে জানানো হয়, এক জন কর্মী এখনও এসে পৌঁছননি বিমানে।

ফ্রান্স থেকে ফেরা বিমানের ২০ যাত্রীকে জেরা গুজরাতে

আমদাবাদ, ৩০ ডিসেম্বর: কদিন আগেই ফ্রান্স থেকে মুম্বইয়ে ফিরেছে একটি চার্টার্ড বিমান। নিকারাগুয়াগামী ওই বিমানটিকে মানব পাচারের অভিযোগে আটক করেছিল ফরাসি প্রশাসন। ওই বিমানের ৩০৩ জন যাত্রীর মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ভারতীয়। এদের মধ্যে গুজরাতের বাসিন্দা ৬০ জন। তাঁদের মধ্যে ২০ জন যাত্রীকে জেরা করছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তাঁরা আমেরিকা কিংবা ইউরোপের কোনও দেশে অবৈধ উপায়ে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন কি না।

গুজরাত, পঞ্জাব, হরিয়ানার মতো রাজ্যগুলি থেকে প্রতি বছরই ছোট সংস্থা তথা এজেন্টদের মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে আমেরিকা কিংবা ইউরোপের কোনও দেশে পাড়ি দেওয়ার ঘটনা ঘটে থাকে। ভাগ্য ফেরাতেই একাজ করেন বহু মানুষ। যদিও অনেকেই মাঝপথে নিখোঁজ হন। এদের মধ্যে একাংশের কঠিন পথে মৃত্যু হয় বলে দাবি। কেউ কেউ ভিন দেশের জেলে আটকে পড়েন। যে অবৈধ পথে আমেরিকা এবং ইউরোপের মতো দেশে ঢোকার চেষ্টা চলে, তাকেই বলা হয় 'ডাঙ্কিরুট'। সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টিকে নিয়েই ছবি করেছেন বলি পরিচালক রাজকুমার হিরানি।

গুজরাত পুলিশ খতিয়ে দেখছে, সন্দেহভাজন ২০ জন অবৈধ উপায়ে অন্য কোনও দেশ হয়ে আমেরিকায় ঢোকার চেষ্টা করছিলেন কি না। এমন কাজ করে থাকলে কে সেই ছক কষেছিলেন। উল্লেখ্য, ফ্রান্সের অপরাধ দমন শাখা 'জুনালকো' বিমানটির সঙ্গে কোনও অপরাধচক্র যুক্ত কি না, তার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, ২২ ডিসেম্বর জ্বালানি ভরার জন্য প্যারিস থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে শালোন-ভ্যাত্রি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিল বিমানটি। ওই বিমানে ছিল অভিভাবকহীন ১১টি শিশু। মানব পাচার সন্দেহে নিকারাগুয়াগামী বিমানটিকে আটকায় ফরাসি প্রশাসন। এর পর গত সোমবার ফ্রান্সের একটি আদালতের নির্দেশে ভারতে ফেরে বিমানটি। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে নামে বিতর্কিত বিমান। যদিও যাত্রীদের মধ্যে দুই শিশু-সহ ২৭ জন ফ্রান্সেই রয়ে গিয়েছেন।

হাফিজ সৈয়দকে ভারতের প্রত্যর্পণের অনুরোধ খারিজ ইসলামাবাদের

ইসলামাবাদ, ৩০ ডিসেম্বর: প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড হাফিজ সৈয়দকে ভারতের হাতে তুলে দিক পাক সরকার, সম্প্রতি আর্জি জানিয়েছিল মোদি সরকার। সেই আবেদন আবেদন খারিজ করে দিল ইসলামাবাদ। প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত কোনও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে তারা।

পাকিস্তানের কাছে মুম্বই হামলার মূলচক্রী হাফিজ সইদের প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়েছিল ভারত। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের সেই চিঠি পৌঁছেছে ইসলামাবাদে। ভারতের চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে বিষয়ে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মুমতাজ জাহরা বালোচ বলেন, পাকিস্তান ভারত সরকারের অনুরোধ গ্রহণ করেছে। তারা তথাকথিত আর্থিক তছরুপ মামলায় জড়িত হাফিজ সইদের প্রত্যর্পণ চাইছে। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনও প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই।

প্রসঙ্গত, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন। হাফিজ সৈয়দের মদতপুষ্ট রাজনৈতিক দল পাকিস্তান মরকাজি মুসলিম লিগ এই নির্বাচনে লড়ছে বলে দাবি করেছে একাধিক পাক সংবাদমাধ্যম। তারপরেই হাফিজের প্রত্যর্পণ নিয়ে সক্রিয় হয় দিল্লি। তবে চুক্তির কথা অস্বীকার করে কুখ্যাত জঙ্গিকে ভারতের হাতে তুলে দিতে পাকিস্তান যে নারাজ, তারই বার্তা দেওয়া হল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ।

যদিও পাক বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্রের দাবিকে পাত্তা দিতে নারাজ আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, প্রত্যর্পণ চুক্তি না থাকলেও, হাফিজকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব।

পলাতক গ্যাংস্টারকে জঙ্গি ঘোষণা করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর: কানাডার কুখ্যাত গ্যাংস্টার লখবির সিং লান্ডাকে সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করল কেন্দ্র। জঙ্গি দমনে শুরু থেকেই নিজেদের কড়া অবস্থান বার বার স্পষ্ট করে দিয়েছে দিল্লি। আর এবার কানাডার এই গ্যাংস্টারকেও জঙ্গি বলে ঘোষণা করে দিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ২০২১ সালে মোহালিতে পঞ্জাব পুলিশের ইন্টেলিজেন্স বিভাগের সদর দপ্তরে রকেট হামলার অভিযোগ রয়েছে এই কুখ্যাত গ্যাংস্টারের বিরুদ্ধে। এছাড়া আরও অন্যান্য জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত থাকারও অভিযোগ আছে।

লান্ডার জন্ম ভারতেই। পঞ্জাবের তরণ তারণ জেলায় জন্ম ৩৩ বছর বয়সি এই কুখ্যাত সমাজবিরোধীর। পরে ২০১৭ সালে কানাডায় পালিয়ে গিয়েছিল। বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল নামে এক কুখ্যাত খলিস্তানি গ্রুপের সদস্য ছিল। শুধু তাই নয় পাকিস্তানের কুখ্যাত গ্যাংস্টার হরবিন্দর সিং ওরফে রিন্ডার সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল লান্ডার।

মেক্সিকোতে বন্দুকবাজের হামলায় নিহত ৬, আহত কমপক্ষে ২৬ জন

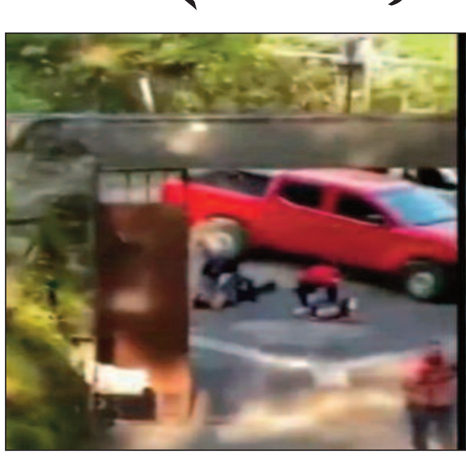

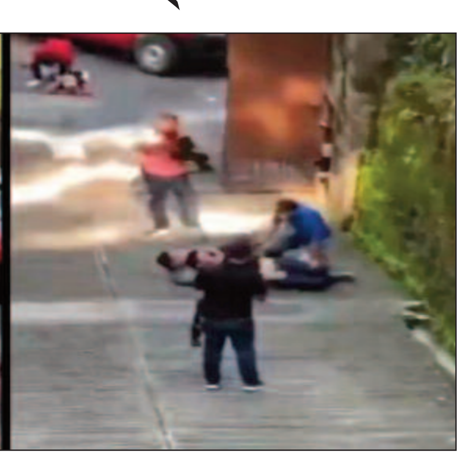

মেক্সিকো সিটি, ৩০ ডিসেম্বর: ফের বন্দুকবাজের হানা। এবার মেক্সিকোতে। আর দু'দিন পরেই বছর শেষ। তাই উইকএন্ডের পাশাপাশি বছর শেষের পার্টিতে মজেছিলেন উত্তর মেক্সিকোর বাসিন্দারা। কিন্তু আচমকাই বন্দুকবাজদের হানায় রক্তে ভেসে গেল পার্টি চত্বর। মৃত্যু হল ৬ জনের। আহত ২৬। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে দু'জনের বয়স ১৮-এর নীচে। জখমদের মধ্যে বেশ কিছু শিশুও রয়েছেন। জখম ২৬ জনের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তারা ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই পার্টিতে ছিলেন একজন অপরাধী। তাকে খুন করতেই এসেছিলেন চারজন বন্দুকবাজ। যার মধ্যে একজন বন্দুকবাজ ওই পার্টিতে প্রথম থেকেই ছিলেন। বাকি তিনজন পরে পার্টিতে প্রবেশ করেই হামলা চালাতে থাকেন। বন্দুকবাজের হামলায় নিহত হয়েছেন ওই অপরাধী। কিন্তু নির্দোষ বেশ কয়েকজন মানুষেরও মৃত্যু হয়েছে। বন্দুকবাজরা পালিয়েছে, তবে তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE
EOI are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **EOI Titel: REV/NM/EOI-12e/2023-24.ID: 2023_MAD_635103_1**. Last Date of Dropping EOI **08/01/2024 Up to 6:00 P.M. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/-
Chairman,
Nabadwip Municipality

Abridged form of e-NIT-13/SGP/2023-24 & e-NIT-14/SGP/2023-24
Circulations memo no-300/Sar/2023 & 301/Sar/2023 dated-21.12.2023 for eNIT-13/SGP/2023-24 & & e-NIT- 14/SGP/2023-24. Applications are hereby invited from intending bidders for 8(Eight) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **11.01.2024 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website https://wbtenders.gov.in & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan, Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

Abridged form of e-NIT-15/SGP/2023-24
Circulations memo **no-357/Sar/2023, dated-29.12.2023** for **eNIT-15/SGP/2023-24.** Applications are hereby invited from intending bidders for 1(One) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **15.01.2024 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website https://wbtenders.gov.in & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan, Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat
Kumarhat, Baruipur, South 24 PGS, 743387
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of different development work(s) under GP area. NIT details given below:-
1. **291/DD-1, Date: 29.12.2023, Fund: 5th SFC. (Sl.- 1-3)**
2. **292/DD-1, Date: 29.12.2023, Fund: 15th FC. (Sl.- 1)**

Date of Publish of Tender: **30.12.2023.** Last Date of Submit: **08.01.2024.** Date of Opening of Tender: **10.01.2024.** For details visit www.wbtenders.gov.in & ndersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 60/2023-24 & Memo No.: 876, Date: 29.12.2023,** for **25 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **15.01.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

OFFICE OF THE
KANDI PANCHAYAT SAMITY
P.O.-Kandi, Dist.-Murshidabad, West Bengal, PIN-742137
e-Tender Notice
e-Tender is invited for NIeT No 43/KPS/2023-24/SF NIeT No 44/KPS/2023-24/SSM NIET No 45/KPS/2022-23/SSM for total eight (08) nos. of CC road work under Kandi Panchayat Samity area & Tendered Cost Rs. 3.43 lakh to 44.39 lakh of the Executive Officer, Kandi Panchayat Samity. Starting date for submission of bid is **27/12/2023 at 18.00 hrs** and last date for submission of bid for is **13/01/2024 at 14.00 hrs. (for NIET No 43/KPS/2023-24/SF** and another two NIeT last date for submission of bid for is **15/01/2024 at 14.00 hrs.** All others details will be available in the website http://wbtenders.gov.in & https://murshidabad.gov.in
Sd/- Executive Officer
Kandi Panchayat Samity
Kandi, Murshidabad

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE
EOI are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. **EOI Titel: REV/NM/EOI-12e/2023-24.ID: 2023_MAD_635103_1**. Last Date of Dropping EOI **08/01/2024 Up to 6:00 P.M. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/-
Chairman,
Nabadwip Municipality

OFFICE OF THE
MUNICIPAL COUNCILLORS OF DUM DUM
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata–700028
"DUM DUM MUNICIPALITY has published in Govt website **"wbtenders.gov.in."** e tender for- "Protection Work with Eucalyptus of Ramkrishnagarh Pond (including 2 Nos.) Ghat with Construction of peripheral path way incuding drain diversion of surrounding pathway with drain top R.C.C. cover slab in Ward no- 3 Under AMRUT 2.0 of Dum Dum Municipality" vide memo no **1151/DDM/GEN/23-24 Dtd 30.12.2023,** Last Date for Dropping Bids is **29.01.2024** and technical bid opening is **31.01.2024.**
Sd/- Chairman
Dum Dum Municipality

Mugura Gram Panchayat
(Raina-I Panchayat Samity)
Vill.+P.O.- Sanktia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are being invited from the eligible contractor vide **Memo No.: i) 400/MGP (Sl.-1) & ii) 401/MGP (Sl- 1-2), Date: 29.12.2023. Fund: 15th CFC (2023-24) & 5th SFC (2023-24).** Tender will be available in the website www.wbtenders.gov.in and undersigned GP Office. Bid Submission End Date: **08.01.2024 at 11:00 AM.** Bid Opening Date: **10.01.2024 at 11:00 AM.**
Sd/-
Prodhan
Mugura Gram Panchayat

OFFICE OF THE
MUNICIPAL COUNCILLORS OF DUM DUM
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata–700028
"DUM DUM MUNICIPALITY has published in Govt website **"wbtenders.gov.in."** various tenders for work related to "Road repairs/construction and other misc works. vide memo no **907/DDM/GEN/23-24 Dtd 17.10.2023,** published online on **27.12.2023,** Last Date for Dropping Bids is **13.01.2024** and technical bid opening is **15.01.2024.**
Also published various tenders in the Govt website: **"wbtenders.gov.in."** related to cleaning of drains and canals vide memo **no 1061/DDM/ GEN/23-24 Dtd 18.12.2023** published online on **29.12.2023,** Last Date for Dropping Bids- **16.01.2024,** bid opening dates-**18.01.2024.**
Sd/- Chairman
Dum Dum Municipality

ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলা হচ্ছে না কোয়েৎজির

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেপটাউনে আগামী ৩ জানুয়ারি সিরিজে দ্বিতীয় টেস্টে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত। শ্রোণিতে প্রদাহের কারণে ম্যাচটি খেলতে পারবেন না দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার জেরাল্ড কোয়েৎজি। দক্ষিণ আফ্রিকা এখনো তাঁর বদলি খেলোয়াড় হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করেনি।

সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্টে এই চোট পান কোয়েৎজি। ইনিংস এবং ৩২ রানের জয়ে সেই টেস্ট জিতে দুই ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেছে প্রোটিয়ারা। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার বিবৃতিতে বলা হয়, সেঞ্চুরিয়নে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ‘বোলিংয়ের সময় (চোট) আরও গুরুতর হয়।’

শুক্রবার স্ক্যানের পর ২৩ বছর বয়সী এ পেসারের চোটের ব্যাপারে নিশ্চিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। স্বাগতিকদের টেস্ট দলের কোচ কনরাড সুকরি ‘প্রাথমিক সতর্কতা’ হিসেবে কোয়েৎজিকে স্কোয়াডের বাইরে রেখেছেন। তবে আগামী ১০ জানুয়ারি শুরু হতে যাওয়া এসএ ২০ (ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট) টুর্নামেন্টে কোয়েৎজি খেলতে পারবেন কি না, সেটি এখনো নিশ্চিত নয়।

তৃতীয় দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৫ ওভার বল করেন কোয়েৎজি। মাঠ ছেড়ে যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় ফিল্ডিং করেন ত্রিস্তান স্টাবস। প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে চোট পেলেন কোয়েৎজি। এর আগে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে ছিটকে পড়েন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ব্যাটিংয়ে তাঁর বদলি হিসেবে জুবায়ের হামজাকে ডেকেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, এর পাশাপাশি ত্রিস্তান স্টাবস তো আছেনই।

তবে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোয়াডে দুজন ফাস্ট বোলার আছেন, যাঁদের মধ্য থেকে কাউকে কোয়েৎজির জায়গায় খেলানো হতে পারে। লুঙ্গি এনগিডি চোট কাটিয়ে উঠলেও প্রথম টেস্টে তাঁকে নির্বাচকেরা নেননি। কারণ, ম্যাচ ফিটনেস তখনো পুরোপুরি ফিরে পাননি এনগিডি। অলরাউন্ডার উইয়ান মোল্ডারও আছেন। তবে কেপটাউনের উইকেট স্পিনারদের প্রতি প্রসন্ন হওয়ায় কোয়েৎজির জায়গায় কেশব মহারাজকে খেলাতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা।

সেঞ্চুরিয়নে কোয়েৎজি দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের মধ্যে রান দেন সবচেয়ে বেশি। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট ২১ ওভার বল করে ১০২ রানে ১ উইকেট নেন কোয়েৎজি।

‘ভারত সবচেয়ে কম সাফল্য পাওয়া দলগুলোর একটি’ মনে করেন মাইকেল ভন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় সমালোচকদের একজন মাইকেল ভন। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক সুযোগ পেলেই ভারতীয় দলকে ধুয়ে দেন।

সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে পরশু দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারার পর আবারও ভারতের সমালোচনা করেন ভন। তাঁর মতে, ক্রীড়াবিশ্বে ভারত সবচেয়ে কম সাফল্য পাওয়া দলগুলোর একটি।

ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় সমালোচকদের একজন মাইকেল ভন। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক সুযোগ পেলেই ভারতীয় দলকে ধুয়ে দেন।

সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে পরশু দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারার পর আবারও ভারতের সমালোচনা করেন ভন। তাঁর মতে, ক্রীড়াবিশ্বে ভারত সবচেয়ে কম সাফল্য পাওয়া দলগুলোর একটি।

টিভি স্ক্রিনে ওই ম্যাচের সংক্ষিপ্ত স্কোর দেখাতেই ভন ওয়াহকে প্রশ্ন করেন, ‘আপনার কি মনে হয় না বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারত সবচেয়ে কম সাফল্য পাওয়া দলগুলোর একটি?’ জবাবে ওয়াহ হাসতে হাসতে বলেন, ‘আমি চাপে পড়ে গেলাম। এ প্রশ্ন আমাকে কেন করছেন? আপনার কী মনে হয়, কেন (ভারতের অর্জন কম)?’

ভারত যে গত এক দশকে কোনো বৈশ্বিক শিরোপা জেতেনি, ভন তাঁর পরের মন্তব্যের মাধ্যমে সেটাই মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘দেখুন না, সাম্প্রতিক সময়ে ওরা কিছুই জেতেনি। ওদের নাকি এত প্রতিভা; এত দক্ষতা, অথচ সর্বশেষ কবে ওরা (বড়) কিছু জিতেছিল মনে করতে পারেন? ওরা অস্ট্রেলিয়ায় সর্বশেষ দুটি সিরিজ (২০১৮-১৯ ও ২০২০-২১ বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি) জিতেছে। চমৎকার ব্যাপার। কিন্তু গত কয়েকটি বিশ্বকাপে ওদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। না ওয়ানডে বিশ্বকাপে, না টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। আমার তো মনে হয় ওদের অর্জন খুব কম।’

১৯৯২ সালে মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ খেলেছে ভারত। এবার খেলছে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে। আফ্রিকার দেশটিতে এই ৩১ বছরে নয়বার টেস্ট সিরিজ খেলে একবারও জিততে পারেনি ভারত।

সে প্রসঙ্গ টেনে ভন বলেছেন, ‘তোমরা বারবার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাও। সেখান কী করতে হবে, ভালো করেই জানার কথা। তোমাদের এত প্রতিভা আছে; এত সম্পদ আছে, তবু ভালো পারফরম্যান্স উপহার দিতে পারো না।’

অধিনায়ক হয়েই মাঠে ফিরছেন হাসারাঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ফিরছেন! চোটের কারণে ফর্মের চূড়ায় থাকতে মিস করেছেন এশিয়া কাপ ও ভারতে হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ মিস করার দুঃখ হয়তো সহজেই ভোলা সম্ভব নয় হাসারাঙ্গার। তবে যেভাবে আবার ক্রিকেটে ফিরছেন, তাতে আক্ষেপ কিছুটা হলেও কমতে পারে। শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হিসেবেই ফিরছেন এই স্পিনার।

জানুয়ারিতে জিম্বাবুয়ে সিরিজ দিয়ে নতুন ভূমিকায় মাঠে নামবেন হাসারাঙ্গা। অন্যদিকে বিশ্বকাপে দাসুন শানাকার চোটে আপত্‌কালীন দায়িত্ব পাওয়া কুশল মেন্ডিসই শ্রীলঙ্কার ওয়ানডে অধিনায়ক থাকছেন। দুই সংস্করণেই সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন চারিত আসালাঙ্কা। অধিনায়কত্ব না থাকলেও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রাথমিক দলে আছেন শানাকা।

এই ডিসেম্বরেই জাতীয় দলের জন্য নতুন নির্বাচক কমিটি ঘোষণা করেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। সাবেক বাঁহাতি ব্যাটসম্যান উপুল থারাঙ্গাকে চেয়ারম্যান করে গঠিত এ কমিটিতে আছেন চারজন;অজন্তা মেন্ডিস, ইন্ডিকা ডি সরম, থারাঙ্গা পারানাভিতানা ও দিলরুয়ান পেরেরা। এ ছাড়া এক বছরের চুক্তিতে ক্রিকেট পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সনাৎ জয়াসুরিয়া। নতুন এই নিয়োগের পর এটাই শ্রীলঙ্কার প্রথম সিরিজ।ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে ৪১ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৬৯টি ওয়ানডে খেলা শানাকা। যেখানে লঙ্কানদের জয় ২৩ ম্যাচে। এই ২৩ ম্যাচে শানাকার ব্যাটিং গড় ১২.০৫। আর বল হাতে নিয়েছেন মাত্র ১২ উইকেট। আর সব মিলিয়ে ৪১ ম্যাচে শানাকার ব্যাটিং গড় ২০.৩৯। মোট রান ৬৭৩। বল হাতে নিয়েছেন ১৭ উইকেট।

আর অধিনায়কের দায়িত্ব ছাড়া বাকি ২৮ ম্যাচে শানাকার গড় ২৬.৫৬, উইকেট ১০টি। বোঝাই যাচ্ছে, কেন অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শানাকাকে। টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে শানাকার অধীনে শ্রীলঙ্কার জয় ২২ ম্যাচে।

হাসারাঙ্গা চোটে পড়েন চলতি বছরের আগস্টে, সর্বশেষ লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে(এলপিএল)। সেই টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হাসারাঙ্গা টুর্নামেন্টের প্লে-অফ ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েন। যে কারণে খেলতে পারেননি এশিয়া কাপেও।

এরপর বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা থাকলেও ২৬ বছর বয়সী অলরাউন্ডার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় মধ্যে আবার চোটে পড়েন। যে কারণে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তাঁকে বিশ্বকাপে পায়নি শ্রীলঙ্কা, যা শ্রীলঙ্কার জন্য বড় ধাক্কা হয়ে আসে।

হাসারাঙ্গা ২০২১ ও ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন। এই সংস্করণে ৫৮ ম্যাচে ৯১ উইকেট নেওয়া এই ক্রিকেটার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বরাবরই ভয়ংকর।

‘পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ভালো খেলেছে’; হাফিজের মন্তব্য শুনে যা বললেন কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে হেরে যাওয়া পাকিস্তানের জন্য নতুন কিছু নয়। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টেও একই কাণ্ড করেছে পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩১৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে একপর্যায়ে ৫ উইকেটে ২১৯ রান তুলে ফেলেছিল সফরকারীরা। ক্রিজে তখন ভালোভাবেই থিতু হয়েছিলেন মোহাম্মদ রিজওয়ান ও আগা সালমান।

কিন্তু প্যাট কামিন্সের এক বাউন্সারেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। কামিন্সের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন রিজওয়ান। যদিও সেই আউট তুমুল বিতর্কের জন্ম দেয়। এরপর আর ১৮ রান তুলতেই বাকি ৪ উইকেট হারায় পাকিস্তান। ৭৯ রানে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। পার্থে আগের টেস্টও জেতায় স্বাগতিকেরা এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ নিজেদের করে নেয়।

ম্যাচ,পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের ক্রিকেট পরিচালক ও এই সফরের কোচ মোহাম্মদ হাফিজ দাবি করেন, তাঁর দল ম্যাচজুড়ে অনেক ভুল করলেও অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ভালো খেলেছে।

হাফিজ বলেন, ‘দল যেভাবে আক্রমণাত্মক খেলার সাহস দেখিয়েছে, তা নিয়ে আমি গর্বিত। যদি আমি ম্যাচের সারসংক্ষেপ করি, তাহলে পাকিস্তান দল ওদের চেয়ে ভালো খেলেছে। হ্যাঁ, আমরা কিছু ভুল করেছি। ম্যাচ হেরে সেসব ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমাদের খেলার ধরন ইতিবাচক ছিল।’

পরে হাফিজের এই মন্তব্যের বিষয়ে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক কামিন্সের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলেন সংবাদকর্মীরা। কামিন্স উত্তরটা বেশ বিনয়ের সঙ্গেই দিয়েছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে জেতানো এই ফাস্ট বোলার হাসতে হাসতে বলেছেন, ‘আহ...শান্ত হোন। ওরা ভালো খেলেছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে,যায় না। দিন শেষে জেতাটাই মুখ্য।’

সংবাদ সম্মেলনে আম্পায়ারের ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম (ডিআরএস) নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন হাফিজ। বিশেষ করে রিজওয়ানের বিতর্কিত আউট নিয়ে। বল তাঁর গ্লাভস স্পর্শ করেনি, বরং রিস্ট ব্যান্ডে লেগেছে;রিজওয়ান এমন দাবিতে অনড় ছিলেন। কিন্তু ডিআরএসের মাধ্যমে রিজওয়ানকে আউট ঘোষণা করা হয়। ডিআরএসকে ‘অভিযুক্ত’ প্রযুক্তি উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও ভালোভাবে যাচাইয়ের দাবি তোলেন হাফিজ। তাঁর এমন মন্তব্যের জবাবও কামিন্স ঠান্ডা মাথায়ই দিয়েছেন। জানিয়েছেন, প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর সবার আস্থা রাখা উচিত। প্রযুক্তিই ক্রিকেটে ভারসাম্য নিয়ে এসেছে।

হাফিজের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে না জড়িয়ে একজন দক্ষ ও পরিপক্ব নেতার মতো জবাব দেওয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ প্রশংসিতও হচ্ছেন কামিন্স।

বর্ষসেরা গার্দিওলার ধারেকাছেও নেই আনচেলত্তি, ক্লপরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৩ সালে বর্ষসেরা ক্লাব কোচ কে? এ নিয়ে অবশ্য মনে হয় না খুব বেশি গবেষণার প্রয়োজন আছে। বিশেষ কোনো অঙ্ক কষা ছাড়াই এ বছর পাঁচ শিরোপা জেতা পেপ গার্দিওলার নাম বলে দেওয়া যায়। ফুটবলের ইতিহাস ও রেকর্ড সংরক্ষণে সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকসও (আইএফএফএইচএস) ২০২৩ সালের সেরা ক্লাব কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছে গার্দিওলাকে।

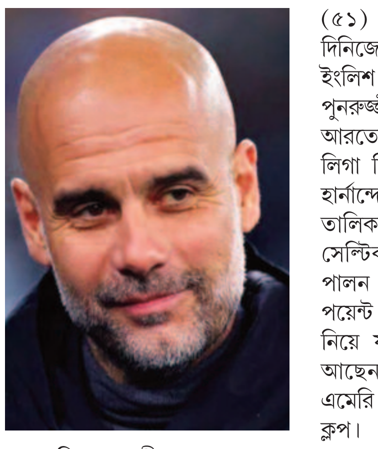

এ বছর গার্দিওলা কতটা দাপুটে ছিলেন, তা আরও বেশি বোঝা যাবে আইএফএফএইচএসের দেওয়ার রেটিংয়ে তাকালে। ২৮১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় সবার ওপরে এই স্প্যানিশ কোচ। পয়েন্টের দিক থেকে তালিকায় গার্দিওলার ধারেকাছেও নেই অন্যরা।

বড় কোনো ট্রফি না জিতলেও এ তালিকায় দ্বিতীয় রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি। পয়েন্ট বিবেচনায় নিলে গার্দিওলার চেয়ে যোজন যোজন ব্যবধানে পিছিয়ে আছেন এই ইতালিয়ান কোচ। আনচেলত্তির রেটিং মাত্র ৫৬। আর এ তালিকায় তৃতীয় হয়েছেন ৩৩ বছর পর নাপোলিকে প্রথম সিরি ‘আ’ শিরোপা জেতানো কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি।১৯৯০ সালে ডিয়েগোর ম্যারাডোনার পর দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে নাপোলিকে লিগ শিরোপার স্বাদ এনে দেওয়া স্পালেত্তির পয়েন্ট ৫৩। লিগ জিতিয়েই অবশ্য দ্রুত ক্লাব ছাড়েন স্পালেত্তি। বর্তমানে তিনি ইতালি জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পালন করছেন। তালিকায় পরের দুটি স্থান ইন্টার মিলানের সিমোনে ইনজাগি (৫১) ও ফ্লুমিনেন্সের ফার্নান্দো দিনিজের (৩৩)।৬ নম্বরে আছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালকে পুনরুজ্জীবিত করার নায়ক মিকেল আরতেতা (৩০)। বার্সেলোনাকে লা লিগা শিরোপা এনে দেওয়া জাভি হার্নান্দেজ ২৬ পয়েন্ট নিয়ে আছেন তালিকার ৭ নম্বরে। ৮,এ থাকা সেল্টিক ও টটেনহামের দায়িত্ব পালন করা আগনে পোস্তেকগ্লুর পয়েন্ট ১২। আর ৮ ও ৬ পয়েন্ট নিয়ে যথাক্রমে ৯ ও ১০ নম্বরে আছেন অ্যাস্টন ভিলার উনাই এমেরি এবং লিভারপুলের ইয়ুর্গেন ক্লপ।

সবাইকে ছাড়িয়ে শীর্ষে উঠার পথে এ বছর গার্দিওলা জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়নস লিগ, এফএ কাপ, উয়েফা সুপার কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপ। শুধু অবশ্য বর্ষসেরা কোচের তালিকাতেই নয়, সামাগ্রিকভাবেও এখন সর্বকালের সেরার তালিকায় জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে গার্দিওলার নাম। ৫২ বছর বয়সী এই কোচ এখন পর্যন্ত ৩টি চ্যাম্পিয়নস লিগ, ৪টি ক্লাব বিশ্বকাপ, ১১টি লিগ শিরোপাসহ ১৪ বছরে জিতেছেন ৩৭টি ট্রফি।

সৌদিতে তুরস্কের জাতীয় সংগীত বাজাতে না দেওয়ায় সুপার কাপ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: সৌদি আরবে তুরস্কের জাতীয় সংগীত বাজাতে না দেওয়া এবং আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল আতাতুর্কের স্লোগানসংবলিত টি-শার্ট পরতে না দেওয়ার অভিযোগে তুর্কি সুপার কাপ স্থগিত করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স, ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি, গার্ডিয়ানসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে এ খবর।

১৯৬৬ সাল থেকে তুরস্কের ঘরোয়া দুই ফুটবল টুর্নামেন্ট তুর্কি সুপার লিগ ও তুর্কি কাপের চ্যাম্পিয়ন দুই দল নিয়ে এক ম্যাচের তুর্কি সুপার কাপ আয়োজিত হয়ে আসছে। বেশির ভাগ ম্যাচই হয়েছে নিজেদের মাঠে। এর আগে যে চারবার বিদেশে হয়েছে, এর মধ্যে তিনবার জার্মানিতে এবং একবার কাতারে।

এবার ছিল তুর্কি সুপার কাপের ৫০তম আসর। আর এবারই প্রথম খেলা হওয়ার কথা ছিল সৌদি আরবে। কিন্তু অংশ নিতে চলা দুই ক্লাব গ্যালাতাসারাই ও ফেনেরবাচের খেলোয়াড়দের সৌদি কর্তৃপক্ষ তুরস্কের জাতীয় সংগীত গাইতে না দেওয়ায় এবং গা গরমের সময় কামাল আতাতুর্কের স্লোগানসংবলিত টি-শার্ট পরতে না দেওয়ায় তাঁরা মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান; যদিও আয়োজকেরা দাবি করেছেন, ক্লাব দুটি ম্যাচের নিয়মকানুন মানেনি। গত রাতে স্থগিত হয়ে যাওয়া ম্যাচ কবে, কোথায় হবে, এ ব্যাপারে এখনো কিছু জানায়নি তুর্কি ফুটবল ফেডারেশন (টিএফএফ)।

তুরস্কের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বাংলাদেশ সময় গতকাল রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে সৌদির রাজধানী রিয়াদের আল-আউয়াল পার্ক স্টেডিয়ামে তুর্কি সুপার কাপ হওয়ার কথা ছিল। ২৫ হাজার ধারণক্ষমতার স্টেডিয়ামে প্রচুর দর্শকসমাগমও হয়েছিল। কিন্তু সৌদি কর্তৃপক্ষ গ্যালাতাসারাই ও ফেনেরবাচের চাওয়া পূরণ না করায় ক্লাব দুটি যৌথভাবে না খেলার সিদ্ধান্ত নেয়। তুরস্কের সংবাদমাধ্যমগুলো আরও জানিয়েছে, শুধু জাতীয় সংগীত গাইতে না দেওয়া এবং কামাল আতাতুর্কের বিখ্যাত স্লোগান ‘ঘরে শান্তি থাকলে বাইরেও শান্তি’, সংবলিত টি-শার্ট পরতে বারণ করাই নয়, দর্শকদের তুরস্কের জাতীয় পতাকা নিয়েও স্টেডিয়ামে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। টিএফএফ অবশ্য সুপার কাপ স্থগিতের নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানায়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংস্থাটি লিখেছে, ‘প্রাতিষ্ঠানিক কিছু সমস্যার কারণে ২০২৩ সুপার কাপ স্থগিত করা হয়েছে। ক্লাব দুটির সঙ্গে আলোচনার পর খেলাটির নতুন তারিখ জানানো হবে।’ গ্যালাতাসারাই ও ফেনেরবাচেও যৌথ বিবৃতিতে ম্যাচ স্থগিতের নির্দিষ্ট কারণ জানায়নি। তবে সৌদির রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেলের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, দল দুটি নিয়মকানুন না মানার কারণে খেলা বাতিল করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে আয়োজক কমিটি জানিয়েছে, ‘আমরা আন্তর্জাতিক ফুটবলের নিয়ম অনুযায়ী যথাসময়ে ম্যাচ আয়োজনের অপেক্ষায় ছিলাম। নিয়মে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, মাঠে কোনো স্লোগান ব্যবহার করা যাবে না। ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক বৈঠকেও তুর্কি ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।’ আয়োজক কর্তৃপক্ষ, তুর্কি ফুটবল ফেডারেশন ও ক্লাব দুটি ম্যাচ স্থগিতের নির্দিষ্ট কারণ খোলাসা না করলেও বার্তা সংস্থা রয়টার্স মনে করছে, তুরস্ক ও সৌদি আরবের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তপ্ত সম্পর্কের কারণে এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

২০১৮ সালে তুরস্কের বৃহত্তম শহর ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে সাংবাদিক জামাল খাসোগিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বিশ্বজুড়ে আলোচিত সেই হত্যাকাণ্ডের দায় দেওয়া হয় সৌদি যুবরাজ ও দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানকে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা দাবি করে, সালমানই খাসোগিকে হত্যার নির্দেশ দেন।

দুই দেশের শীতল সম্পর্কের বরফ গলাতে এ বছরের জুলাইয়ে সৌদি সফরে যান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। সে সময় দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তি সই হয়। তুরস্কের কাছ থেকে ড্রোন কেনারও ঘোষণা দেয় সৌদি আরব। সৌদিতে প্রথমবার তুর্কি সুপার কাপ আয়োজনের দুয়ারও তখন খুলে যায়। কিন্তু কাল ম্যাচ স্থগিতের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্কে যেন নতুন করে ফাটল ধরল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**